

সুপ্রিম নিৰ্দেশ ২০২৪–এর ফ্রেক্রারির মধ্যেই বকেয়া পেনশন মেটানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট পৃষ্ঠা ৫



গেলে-শি পুতিন আলোচনায় ইউক্রেন কথা উঠল পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ 🔲 ১৬১ সংখ্যা 🔲 ২১ মার্চ, ২০২৩ 🔲 ৬ চৈত্র ১৪২৯ 🔲 মঙ্গলবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 161 ● 21 March, 2023 ● Tuesday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা সহ একাধিক দাবিতে সোমবার দিল্লিতে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা কৃষকদের মহাপঞ্চায়েতে রামলীলা ময়দানে লক্ষাধিক কৃষক সমাগম হল। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে দিল্লিতে এসে পৌঁছান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পাঞ্জাবে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা সবকিছু উপেক্ষা করে। মহাপঞ্চায়েত থেকে ১৫ জনের এক প্রতিনিধিদল কৃষিমন্ত্রী তোমারের সঙ্গে দেখা করে দাবিসনদ তুলে দেন। বেরিয়ে এসে ঘোষণা এই দাবিসনদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নাহলে আবার বৃহত্তর

দাবিগুলির মধ্যে আছে ঃ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা, কৃষিঋণ মকুব, কৃষকদের আন্দোলনের সময় মৃত্যু হওয়া কৃষকদের পরিবারকে ক্ষতিপুরণ, কৃষির জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্রামীণ এলাকায় ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, এমএসপি নিয়ে নতুন কমিটি গঠন, সর্বজনীন নতুন বিমা প্রকল্প চালু, কৃষক ও খেতমজুরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকার পেনশন প্রকল্প চালু করা ইত্যাদি। একইসঙ্গে, লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যায় মূল ষড়যন্ত্রকারী অজয় মিশ্রকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্তের দাবী জানিয়েছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। রবিবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে

আন্দোলনের পথে পা বাড়ানো ছাড়া কোনো পথ খোলা থাকবে না।

দিল্লির লক্ষাধিক মানুষের মহাপঞ্চায়েত থেকে কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা



ফটো ঃ জুবিল দাসের ট্যুইটার হ্যান্ডেলের সৌজন্যে।

মোর্চার নেতারা বলেন, কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি মোদি সরকার। তাই বাধ্য হয়েই কৃষকরা আবার পথে নামছেন। বিকাল ৩টা পর্যন্ত কৃষকদের সমাবেশ (মহাপঞ্চায়েত) চলে। তারপর, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার প্রতিনিধি দল। রবিবার, সারা ভারত কৃষকসভার নেতা হান্নান মোল্লা বলেন, তিন কৃষি আইন এনে কৃষকদের ফসল কপোরেটের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, টানা ৩৮৫ দিন আন্দোলন করে সেই আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে কৃষকেরা। এ সময়, মোদি সরকার জানায়, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা না করে তা সংসদে পেশ করা হবে না। কৃষক আন্দোলন চলাকালীন যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হবে।" কিন্তু ১৪ মাস কেটে গেছে। সরকার কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এমএসপি নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য কোনও চিঠি দেয়নি। সরকার নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছে। প্রমাণ হয়েছে তারা কৃষক বিরোধী। কৃষকরা ক্ষুদ্ধ। রাজ্যে রাজ্যে ট্রাক্টর মিছিল হয়েছে, বিক্ষোভ হয়েছে, হরিয়ানায় মহাপঞ্চায়েত হয়েছে। আর, সোমবার, আবার রাজধানীর বুকে মহাপঞ্চায়েত থেকে নতুন আন্দোলনের শুরু হল।

৬৪ ঘণ্টা ধর্মঘট করে যোগী সরকারকে আশ্বাসে বাধ্য করলেন বিদ্যুৎকর্মীরা

লখনউ, ২০ উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎকর্মীরা রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরবিন্দ কুমার শর্মার সঞ্চে আলোচনার পর তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন। গত ৬৪ ঘণ্টা ঘরে তাঁরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর আগে ধর্মঘট করার কারণে ১,৩৩২ জনকে ছাঁটাই করে উত্তরপ্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড। এদিন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রাজ্যের বিদ্যুৎ সংযুক্ত সংঘর্ষ জানিয়েছে, রাজ্যের সমিতি মন্ত্ৰী আলোচনায় জানিয়েছেন যে কর্মচারীদের সমস্ত দাবিদাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। মন্ত্রীর পরেই আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। এর আগে অরবিন্দ কুমার শর্মা আশ্বাস দেন যে রাজ্যের বিদ্যুৎ কর্মীদের ধর্মঘটের কারণে যে ১,৩৩২ জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে আইনি পথে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক শৈলেন্দ্র দুবে জানিয়েছেন, সরকারের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের দাবির মিটিয়ে দেবার বিষয়ে আশ্বাস পাওয়ার কর্মচারীরা প্রত্যাহার করে সরকারকে সময় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে গত শুক্রবার ইউ পি পি সি এল–এর পক্ষ থেকে ধর্মঘটে যোগ দেবার কারণে ১,৩৩২ জন চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুকর্মীকে বরখান্ত করা হয়। যার মধ্যে প্রবাঞ্চলের ৫৫০ জন, মধ্যাঞ্চলের ৩৪৮ জন, পশ্চিমাঞ্চলের ২৩২ জন এবং দক্ষিণাঞ্চলের ২০২ জন কর্মচারী আছেন। এছাড়াও সংঘর্ষ সমিতির ১৮ জন পদাধিকারীর বিরুদ্ধেও নোটিশ পাঠানো হয়। এর আগে সংঘর্ষ সমিতির পক্ষ থেকে গত বছরের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে হওয়া চুক্তি অবিলম্বে রূপায়ণের দাবিতে ১৬ মার্চ মধ্যরাত থেকে ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণার পরে ধর্মঘটের উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে

রাজ্যের

৯-১০ আগস্ট কলকাতায়

স্টাফ রিপোর্টার : আরএসএস কর্পোরেট পরিচালিত সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার জনবিরোধী, দেশবিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী। অন্যদিকে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। ৯-১০ আগস্ট 'বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও', 'তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও' বাস্তবায়িত করতে দেশব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে মহাসমাবেশ সফল করতে হবে। সোমবার শ্রমিক ভবনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজ্য কনভেনশনে এই আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। এদিন নেতৃবৃন্দ বলেন, এই কর্মসূচিকে সফল করতে ব্যাপকভাবে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে।

এদিনের রাজ্য কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করেন সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনাদি কুমার সাহু। এদিন ১৪ দফা দাবি ঘোষণা করেন। দাবিগুলি হল — শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড বাতিল করতে হবে, সরকারি সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বীমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারিকরণ করা বন্ধ করতে হবে, শ্রমিকদের ও শ্রমিক কর্মীদের মাসিক ন্যুনতম ২৬,০০০ টাকা বেতন ও ১০,০০০ টাকা সর্বজনীন পেনশন দিতে হবে, ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে হবে, পেট্রল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের উপর থেকে কেন্দ্রীয় শুল্ক হ্রাস করতে হবে, আইসিডিএস, আশা সহ সমস্ত প্রকল্প কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে, আয়কর সীমার নীচে থাকা নাগরিকদের প্রকল্প বাতিল করতে হবে, নারেগা প্রকল্পে বছরে কনভেনশন পরিচালনা করেন।

২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দিতে হবে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য দিতে হবে, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল করতে হবে, অতি ধনীদের উপর বর্ধিত কর আরোপ করতে হবে, কর্পোরেট বৃদ্ধি কর এবং সম্পদ কর চালু করতে হবে। এদিন শ্রী সাহু আরও লড়াই আন্দোলন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। সেগুলি হল— বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক, সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে দাবিগুলি নিবিড়ভাবে প্রচার করতে হবে, শ্রমিক স্বার্থ ও জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করতে হবে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জেলাভিত্তিক যৌথ কনভেনশন এবং মে মাসে মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে যৌথ কনভেনশন এবং জুন মাসে অঞ্চলভিত্তিক কনভেনশন করতে হবে। ১৫ জুলাই থেকে ৫ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে সমস্ত পর্যায়ে পদযাত্রা/জাঠা/সাইকেল ব্যালি কর্মসূচি পালন করতে হবে, রাজ্যে সমস্ত কর্মসূচিতে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ঐক্যকে শক্তিশালী করতে হবে।

দাবি ও কর্মসূচির সমর্থনে বক্তব্য বলেন, এআইটিইউসি'র রাজ্য উপসাধারণ সম্পাদক বিপ্লব আইএনটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি কামরুজ্জামান কামার, ইউটিইউসি'র তাপস বিশ্বাস, এআইইউটিইউসি'র অশোক দাস, এআইসিসিটিইউ-এর বাসুদেব বসু। এছাড়া টিইউসিসি, এইচএমএস, জলাই কমিটি, বিইএফআই-প:ব: বিএসএনএলইইউ নেতৃত্বও বক্তব্য বলেন। এদিন এআইটিইউসি'র রাজ্য কার্যনির্বাহী সভাপতি বাসুদেব মাসিক ৭০০০ টাকা ও বিনামূল্যে রেশন দিতে গুপ্ত, সিআইটিইউ-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হবে, সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইএনটিইউসি'র তপন ঘোষ, এইচএমএস-এর সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে, জাতীয় পেনশন বি.সি.পাল সহ ৮ জনকে নিয়ে গড়া সভাপতিমণ্ডলী



সোমবার শ্রমিক ভবনে যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন এআইটিইউসি'র পক্ষে ফটো ঃ দিলীপ ভৌমিক বিপ্লব ভট্ট ৷

৩ মাসে সব আদালতে আরটিআই পোর্টাল চালুর নির্দেশ চন্দ্রচড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২০ মাৰ্চ :- শীৰ্ষ আদালত দেশের সব রাজ্যের হাইকোর্টগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে তথ্য জানার অধিকার সংক্রাস্ত (আর.টি.আই.) ওয়েবসাইট চালু করতে হবে। ২০০৫ সালের আর.টি.আই. আইন কার্যকর করার জন্যেই এই নির্দেশ। প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই.চন্দ্রচুড়, বিচারপতি পি.এম.নরসিংহ এবং জে.পি.পর্দিওয়ালাকে নিয়ে গঠিত এক ডিভিশন সোমবার এই আদেশ দেয়।

এই ওয়েবসাইট আপাতত চাল আছে কেবল তিনটি রাজ্যে — দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশায়। কর্ণাটকে উচ্চ আদালত এখনও নিজেদের পোর্টাল চালু না করলেও তারা তথ্য পরিবেশন করে রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলি এই প্রশ্নে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়

এদিন বলেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যের উচ্চ আদালতকে এই পোর্টাল চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন দীৰ্ঘসূত্ৰতা মেনে নেওয়া হবে না। এই পোর্টাল চালু করতে হবে জেলা আদালতগুলিকেও। চন্দ্ৰচুড় বলেন, হাইকোর্টগুলি ইচ্ছেমত ন্যাশনাল ইনফরম্যাটিক সেন্টারের কারিগরী দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে। তাহলে ওয়েবসাইটটি সক্রিয় করা যাবে অনেক দ্রুত। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে বিগত ২০০৫ সালে এই আইনটি রূপায়ন হওয়ার ১৭ বছর পরেও দেশের বহু হাইকোর্টে তা কার্যকর হয়নি। শীর্ষ আদালতের এই আদেশপত্রটি অবিলম্বে রাজ্যগুলির হাইকোর্টের রেজিস্টারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক নির্দেশ দান ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতিরা।

অয়নের ডেরা যেন আলিবাবার গুহা

এসএসসি ছাড়া পুরসভাগুলিতেও চাকরি বিক্রি হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি হয়েছে রাজ্যের সমস্ত রকম নিয়োগে। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার শান্তনু ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলকে আদালতে পেশ করে এমনই দাবি করলেন ইডির আইনজীবী। এদিন আদালতে ইডির তরফে জানানো হয়, পুরসভায় টাইপিস্ট, মজদুর পদে নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে। সোমবার বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর অয়ন শীলকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করে ইডি। সেখানে ইডির আইনজীবী বলেন, এসএসসি -টেট ছাড়াও দুর্নীতি হয়েছে পুরসভার নিয়োগেও। রাজ্যের ৬০টি পুরসভায় ৫০০০ পদে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। এমনকী মজদুর, টাইপিস্টের পদও বিক্রি হয়েছে। চাকরি বিক্রি করে মোট ৫০ কোটি টাকা তুলেছেন অয়ন শীল।

আদালতে ইডির আইনজীবী বেশ কয়েকটি নথি পেশ করেন। তার পর বলেন, সব নথি দেখলে আপনি শিউরে উঠবেন। শনিবার দুপুর থেকে অয়ন শীলের বিধাননগরের বাসভবনে তল্লাশি শুরু করে ইডি। এর পর ইডি সূত্রে জানা যায়, অয়নের ওই সোমবার ভোর রাতে অয়নকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান ইডির গোয়েন্দারা।

নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অয়ন শীলের বিরুদ্ধে উঠছে বিস্ফোরক অভিযোগ। দাবি, চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলতে এলাকায় দালাল নিয়োগ করেছিলেন সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারলাম।

অয়ন। টাকা নিয়েও চাকরি দিতে না পারায় শেষে আত্মঘাতী সেই দালাল ও তাঁর ছেলে। এমনকী সুইসাইড নোটে ছিল অয়নের নাম। তার ভিত্তিতে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিসে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগও দায়ের হয়েছিল।

২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর হুগলির দেবানন্দপুরে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলে রূপকুমার আত্মঘাতী হন। শ্রীকুমারবাবুর লেখা সুইসাইড নোটে অয়নকে মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন তিনি। স্থানীয়দের দাবি, শ্রীকুমারবাবু ও তাঁর ছেলেকে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার কাজে নিয়োগ করেছিলেন অয়ন। হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে টাকা তোলেন বাবা ও ছেলে। কিন্তু কারও চাকরি হয়নি। এর পর টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিতে থাকেন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই চাপে আত্মঘাতী হন ২ জন। এর পর শ্রীকমারবাবর স্ত্রী অয়নের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা দায়ের করেন। পুলিসের দাবি, সেই ঘটনার তদন্ত চলছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এলাকায় সবাই অয়নকে অফিস তথ্যে খনি। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে ভদ্রলোক বলেই চেনেন। তাঁর বাবা–মাও অত্যন্ত বিপুল নথি। উদ্ধার হয়েছে আসল ওএমআর শিট। সজ্জন মানুষ। বাম জমানায় হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করতেন অয়ন। সঙ্গে কম্পিউটার সারাতেন তিনি। এর পর প্রোমোটারি শুরু করেন। এলাকাবাসীর দাবি, আমরা জানতাম প্রোমোটারি করে ও টাকা করেছে। কিন্তু তার পিছনে যে এত খেলা রয়েছে তা তো

সপরিবারে আত্মহত্যার নেপথ্যে নিয়োগ–দুর্নীতি!

২০১২ প্রাথমিক টেটে দুর্নীতির আশক্ষা, হাইকোর্টে দায়ের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রবিবার সকালে দুর্গাপুরের গোয়েন্দারা। তাঁর বিধাননগরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে সদস্যের দেহ উদ্ধার হয়। ঘর থেকে পাওয়া যায় অমিত মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ। পাশের একটি ঘর ও ১ বছরের মেয়ের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, স্ত্রী সন্তানদের খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন অমিত। রবিবার রাতে পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন অমিত। তাতে তিনি তাঁর মা ও মামাতো ভাই সুশান্ত নায়েককে দায়ী করেছিলেন। নিহতের মাসতুতো বোন সুদীপ্তা ঘোষ জানান, পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য পরীক্ষা না দিয়ে ২০১২ সালের টেটে চাকরি পেয়েছিলেন বলে জানতে পেরেছিলেন অমিত। সেই কথা প্রকাশ্যে আনতেই তাঁকে নানা ভাবে চাপ দিচ্ছিলেন সুশান্ত ওরফে নান্টু। এর পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কি ২০১২ সালের প্রাথমিক টেটেও দুর্নীতি

ওদিকে শনিবার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলির একাধিক ঠিকানায় তল্লাশির সময় তাঁর একটি ফ্ল্যাটের প্রোমোটার অয়ন শীলের খবর পান ইডির মামাতো ভাই প্রশান্ত নায়েক

কুডুলিয়া ডাঙার মিলনপল্লিতে একই পরিবারের চার গোয়েন্দারা ২০১২ সালের প্রাথমিক টেটের চাকরি প্রার্থীদের তালিকা পান। কাকতালীয় এই ২ ঘটনা পর পর প্রকাশ্যে আসতেই ২০১২ টেটে দুর্নীতির থেকে পাওয়া যায় অমিতের স্ত্রী ১০ বছরের ছেলে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। এব্যাপারে মামলা দায়ের করে মামলাকারীকে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজশেখর মাস্থা।

> প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, স্ত্রী ও সন্তানদের খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন পেশায় জমি–বাড়ির ব্যবসায়ী অমিত। এর পর নিহতের মাসতুতো বোন জানান, পরিবরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সুইসাইড নোট লিখে রেখে গিয়েছেন অমিত। সেখানে মা বুলারানি মণ্ডল, এক মামাতো ভাই ও আরেক মামাতো ভাইয়ের স্ত্রীকে দায়ী করেছেন তিনি। এর পর দুর্গাপুর থানায় অমিতের পরিবারের ২০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেন নিহত রূপার বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার অমিতের মা বুলারানি মণ্ডল,

২২ জন ইউনিয়ন নেতার

বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

করা হয় এবং এসেন্সিয়াল সার্ভিস

মেইন্টেনেন্স অ্যাক্ট অনুসারে

তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

কলকাতা/২১ মার্চ, ২০২৩

জিতেন্দ্র–গ্রেফতারে সুপ্রিম বাধা

তিওয়ারিকে গ্রেফতারিতে ধাক্কা রাজ্য পুলিসের। সুপ্রিম কোর্টের জিতেন্দ্ৰ তিওয়ারিকে এখনই গ্রেফতার করা যাবে না। কম্বল-কাণ্ডে শনিবার দিল্লির নয়ডা যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে আগাম জামিন চেয়ে শীর্ষ

আসানসোলের প্রাক্তন তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। কিন্তু সেই মামলার শুনানির আগেই গ্রেফতার জিতেন্দ্ৰ তিওয়ারি। সোমবার মামলার শুনানির পর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ আসানসোল – দুর্গাপুর নির্দেশ দেন, আগামী ১৪ দিন কমিশনারেটের পুলিস। এ ঘটনায় জিতেন্দ্রকে গ্রেফতার করা যাবে না। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের

জামিনে মুক্তি

রাজনৈতিক সূত্রে খবর. আগামী সপ্তাহের গ্রেফতারির অন্তৰ্বতীকালীন স্থগিতাদেশ থাকবে। ২ সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওই দিন মামলার সবপক্ষকে হলফনামা জমা দিতে বলেছে

হেডফোন, মগ্ন যুবকের মৃত্যু রেলের ধাক্কায়

রেললাইনের ধারে মোবাইলে ব্যাস্ত যুবক। ট্রেন আসার শব্দ কানেই যায়নি। প্রবল ধাক্কায় লাইন থেকে দুরে ছিটকে পড়লেন যুবক। সোমবার দুপুরের ওই ঘটনায় হইচই পড়ে গেল মালবাজার লাগোয়া তেশিমিলা এলাকায়। এদিন দুপুরে তেশিমিলা এলাকায় জংশন চ্যাংড়াবান্ধা হয়ে কোচবিহার গামী রেললাইনের ধারে বসেছিলেন পূর্ব তেশিমিলা হায়হায় পাথার

আলি(২০)। কানে হেডফোন থাকায় ট্রেনের শব্দ শুনতেই পায়নি সে। স্থানীয়দের দাবি, ট্রেন আসছে বলে তাকে সাবধান করা হয়েছিল। কিন্তু হেডফোনের আওয়াজে সে শুনতেই পায়নি।

ওইসময়ে ওই লাইন দিয়ে শিলিগুড়ি থেকে আসছিল নিউ বহ্গাইগাঁও ডিএমইউ স্পেশাল। দূরে থেকে ট্রেনটি হর্ন দিলেও হাসান লাইন থেকে সরেনি বলে দাবি প্রত্যাক্ষদর্শীদের।

তার ফলে ট্রেনের ধাক্কায়

সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হাসানের। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তা পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

১ পৃষ্ঠার পর

এখনও স্পষ্ট নয়।

স্ত্রী শীলা নায়েককে গ্রেফতার করে

পুলিসে। তবে কী কারণে অমিত

সপরিবারে আত্মহত্যা করলেন তা

নিয়োগ দুর্নীতির যোগ রয়েছে বলে

জানিয়েছেন অমিতের পরিবারের

সদস্যরা। জানা গিয়েছে, অমিতের

কয়েকজন আত্মীয় টেট না দিয়েই

২০১২ সালে প্রাথমিকে চাকরি

পেয়েছিলেন। সেকথা জেনে যান

অমিত। দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে

আনায় তাঁকে নানা ভাবে চাপ

দেওয়া হচ্ছিল। যার জেরে এই

আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার ঘটনার

সিবিআই তদন্তের দাবিতে সোমবার

কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি

রাজশেখর মান্থার এজলাসে

মামলা দায়ের হয়েছে। সন্তানসহ

দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনায় উঠে

এসেছে ২০১২ প্রাথমিক টেটে

দুর্নীতির সম্ভাবনা। একই দিনে

বিধাননগরে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অয়ন শীলের

বাড়িতে তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে

চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা। সত্যিই

কি ২০১২ প্রাথমিক টেটেও

দুর্নীতি হয়েছে, প্রশ্ন তুলে সোমবার

দায়েরের অনুমতি চান এক

আইনজীবী। এই ঘটনায় সিবিআই

তদন্তের দাবি জানান তিনি।

মামলাকারীকে হলফনামা জমা

দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

কলকাতা

অনুমতি

হাইকোর্টে

প্রাথমিক

টেটে

মামল

এই ঘটনার সঙ্গে শিক্ষক

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিস। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ নূর বলেন, মোবাইল আসক্তি থেকেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। মোবাইল আসক্তি কীভাবে যুবক যুবতীদের

মহিলাকে প্রেমে ফাসিয়ে ১৬ লাখ প্রতারণা, ধৃত নাইজেরিয়ার

সতর্কতা জারি করল আলিপুর

জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির

সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে

কোনও কোনও জায়গায় দমকা

হাওয়া থাকবে। ৫০ থেকে ৬০

কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়ার

সম্ভাবনাও রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের

দফতর।

জানা গিয়েছে, মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকার এক মহিলার সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে বন্ধুত্ব করে নাইজেরিয়ান ওই যুবক। নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেয়। ফেসবুকে তাদের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এরপর মালদা এসে ওই দিল্লির কাস্টম অফিসে এসে সমস্যায় পড়েছে বলে গল্প ধরেই ফাঁদেন ওই মহিলার কাছে।

থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের

প্রবাভাস দিয়েছে। কলকাতা বা

তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী

এই

পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা

নেই। ২১ তারিখের পর থেকে

তাপমাত্রা একটু বাড়তে থাকবে ২

ঘণীয় পুধানত মেঘলা

থাকবে। আগামী দু-

আবহাওয়ার

তারপরই যোগাযোগ ছিন্ন থানা। তদন্তে নেমে করেছে পুলিস।

রাজ্য সরকার দ্বারা কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি চালু করার প্রতিবাদে : (বাঁদিকে) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আফসা'র বিক্ষোভ। (ডানদিকে) কলকাতায় ডিএসও'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা নীতির কপি পোড়ানো হচ্ছে। সপরিবারে প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির আত্মহত্যার নেপথ্যে

রবীন্দ্রভারতীতে এখনও নিয়োগ-দুর্নীতি! বাংলার লোগো? ও আরেক মামাতো ভাইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব বাংলার লোগো কেন, প্রশ্ন তুললেন প্রধান বিচারপতির প্রকাশ শ্রীবাস্তব। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বেআইনি নির্মাণ মামলায় আবারও প্রশ্নের মুখে শাসকদল। গত বছরই নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ি অর্থাৎ মহর্ষী ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তৈরি হওয়া দলীয় কার্যালয় বন্ধ হয়ে গেলেও এখনও বিশ্ব বাংলার লোগো রয়ে গিয়েছে। এই বিষয়টি সোমবার আবারও আদালতের দৃষ্টিতে আনা হয়। সোমবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব জানতে চান, বিশ্ব বাংলার লোগো এখনও কেন রয়েছে? লোগো সরাতে রাজ্যের তরফে কী ভূমিকা নেওয়া হয়েছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কার্যালয় কেন? আদালতের আগের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ঠিক কতটা কাজ এগিয়েছে, তা দেখার দায়িত্ব পুরসভার ওপর দেওয়া হয়। পুরসভা ও বিশেষ কমিটি গোটা বিষয়টি তদন্ত করবে বলে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন। ২৭ মার্চ থেকে এই তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করবে। ১০ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আর সেদিন আদালতের সামনে গোটা বিষয়টি তুলে ধরতে হবে তদন্ত কমিটিকে।

জোড়াসাঁকোর একটা অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসও রয়েছে। এই ভবনেরই একটি অংশে হঠাৎ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরি করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কীভাবে রাজনৈতিক দলের কার্যালয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। এর প্রেক্ষিতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। হাইকোর্ট আগেই তৃণমূলের এই অফিস সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা যায়, হোর্ডিং খোলা হলেও দলীয় কর্মীদের আনাগোনা

এই মামলায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে হলফনামা আগেই জমা দেওয়া হয়েছিল। গত নভেম্বরের শুনানিতে হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় শাসকদলকে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেছিলেন, হেরিটেজ বিল্ডিং না হলেও কি যে কেউ গিয়ে কোথাও পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলতে পারে? কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়, পুরসভার হেরিটেজ দফতরে বেআইনি নির্মাণ খুঁজে পায়। আদালতের পর্যবেক্ষণ হেরিটেজ নির্মাণ ভেঙে ফেলা যায় না। ভেঙে ফেলা অংশের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। কলকাতা পুরসভার পদক্ষেপ নিয়ে আগেই অসন্তুষ্ট ছিল আদালত। আবারও কাজের গতিপ্রকৃতির বিবরণ জানিয়ে রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে পুরসভা ও তদন্ত কমিটিকে।

নোটিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের বোলপুরের বাড়ি নিয়ে জটিলতা কাটল! তাঁর প্রতীচি বাড়ির জমির মিউটেশন করা হল। যে জমি নিয়ে বিতর্ক, বিশ্বভারতীর তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সেই জমি অমর্ত্য সেনের নামে মিউটেশন করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার জেলা প্রশাসনের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে।জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, অমর্ত্ত সেনের বোলপুরের প্রতীচির সীমানাবর্তী যে জমি নিয়ে বিতর্ক চলছে, সেই জর্মিই অমর্ত্য সেনের নামে মিউটেশন করে দেওয়া হয়েছে। ১.৩৮ একর জমি অমর্ত্য সেনের নামে মিউটেশন করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। ফলে বিশ্বভারতীর তরফে অমর্ত্ত সেনকে। দেওয়া উচ্ছেদের নোটিস কার্যত অর্থহীন হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, কিছুদিন ধরেই অমর্ত্য সেনের বাড়ি প্রতীচি নিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিতর্ক চলছে। যা নিয়ে তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য–রাজনীতি। বিশ্বভারতীর অভিযোগ, অমর্ত্য সেন তাদের ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন। সম্প্রতি সেই জমি খালি করার নোটিসও পাঠানো হয়েছে নোবেলজয়ীকে। নোটিসে বলা হয়েছে, অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর মোট ১ দশমিক ৩৮ একর জমি ভোগ করছেন। এর মধ্যে আইনগতভাবে তাঁর জমির পরিমাণ ১ দশমিক ২৫ একর। বাকি জমি তাঁকে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২৯ মার্চ নথি নিয়ে তাঁকে। সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে নোটিসে। এর মধ্যেই জেলা প্রশাসনের তরফে ওই জমির মিউটেশন অমর্ত্য সেনের নামে করে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হল



মণীশের সম্পত্তির ঘাঁটতেই আরও তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ যেন ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ কেঁচো খুঁড়তেই একের পর এক ও তার স্ত্রী পর্ণা ঘোষের নামও। কেউটে বেরিয়ে আসার মত! গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকে গ্রেফতার করার পর, এবার নাম জড়াল বীরভূমের বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ ও তাঁর স্বামী বীরভূম জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত ঘোষের। প্রায় ১০ কোটি টাকা দিয়ে মণীশ কোঠারির সঙ্গে জমি কিনেছিলেন সুদীপ্ত ও পর্ণা ঘোষ। এবার সামনে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিরোধীদের কটাক্ষ, এই সবকিছু–ই ঘটেছে গরুপাচারের টাকায়।

গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকে গ্রেফতার করার পরই সামনে এসেছে তাঁর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির কাগজপত্র। সেখানেই এবার সামনে এল মণীশ কোঠারি, তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ ও বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষের যৌথ জমির কাগজ। এখন মণীশ কোঠারি সম্পত্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই রয়েছে ইডির নজর। ফলে এবার ইডির নজরে ঢুকে পড়লেন বীরভূম জেলা মঞ্জলেব একসমযোব সবথোকে

বীরভূমের ইলামবাজার এলাকার গোপালনগর গ্রামে প্রায় ২০ বিঘা জমি কেনা হয়েছে। যে জমির বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা। সেই জমির মালিকানায় নাম রয়েছে মণীশ কোঠারি ও তাঁর পরিবারের আত্মীয়দের। বোলপুরের তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ ও পর্ণা ঘোষেরও নাম রয়েছে সেখানে। এঘটনা সামনে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে যান বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পৰ্ণা ঘোষ। তিনি গোটা বিষয়টাই অস্বীকার করেন। কিন্তু কোনও ব্যক্তি স্বাক্ষর ছাড়া তো জমির রেজিস্ট্রি কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

বিরোধীরা ইতিমধ্যেই অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে, মণীশ কোঠারি বিপুল সম্পত্তির পিছনে রয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের গরুপাচারের কালো টাকা। তাহলে কি এই গরু পাচারের কালো টাকার সঙ্গে যুক্ত সুদীপ্ত ঘোষ, পর্ণা ঘোষরাও? প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। সবদিক খতিয়ে দেখে তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন ইড়ি আধিকাবিকবা।

ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে তিনি

মিথ্যা কথা বলছেন কেন?

বোর্ড সমবায়ের গোষ্ঠীকোন্দল হাইকোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা পাঁশকুড়ার নিৰ্বাচন সমবায় ঘিরে জটিলতা গড়াল আদালত পর্যন্ত। মাইশোরার গ্যাংসন্দরপুর পাটনা সমবায় সমিতির নির্বাচনের ফলাফলের পরই স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আঙুলের ছাপ দিয়ে ভোট দেওয়া ব্যালট বৈধ নাকি অবৈধ তা নিয়ে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে শুনানি করে রাজ্য কোঅপারেটিভ ইলেকশন কমিশনারকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের আপাতত স্থগিত সমবায়ের বোর্ড গঠন। প্রসঙ্গত, গত ৫ মার্চ ভোট হয়েছিল পাঁশকুড়ার অন্তর্গত মাইশোরার শ্যামসুন্দরপুর পাটনা সমবায় সমিতির। সমবায়ের মোট আসন সংখ্যা ৯টি। তার মধ্যে সবকটি দিয়েছিল আসনেই প্রার্থী তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লোকেরা। ব্লক সভাপতি সুজিত রায় এবং মহিসরের উপপ্রধান স্থপন খাঁড়ার প্রার্থীরা ৪টি করে আসনে জয়ী

রাধাবল্লভপুর আসনটিতে প্রাপ্ত ভোট সমান সমান হওয়ায় সেখানে লটারি হয় এবং তাতে সুজিত রায়ের প্যানেলের প্রার্থী করছেন।

ঃ তপন দলুই জয়ী হন। পরাজিত হন উপপ্রধানের প্রার্থী স্থপন দলই। এদিকে লটারির মাধ্যমে জয়ের ফলে সুজিত রায়ের প্যানেলের লোকেরা বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান। জানা গিয়েছে, ওই সমবায়ের ভোটে আঙুলের ছাপ ব্যালটগুলিকে ভোটকর্মীরা বাতিল করে দিয়েছিলেন। স্বপন খাঁড়ার প্যানেলের দাবি, ওই ভোটগুলি বাতিল করার জন্যই আসনটিতে প্রাপ্ত ভোট সমান সমান হয়ে যায়। এমন অবস্থায় ৬ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন স্থপন খাঁড়া। হাইকোর্টের বিচারপতি এমডি নিজামউদ্দিনের এজলাসে মামলার শুনানি হয। শুনানি শেষে বিচারপতি নির্দেশ দেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য কো–অপারেটিভ কমিশনারকে আগ্রহী সব পক্ষকে নিয়ে শুনানি করে জবাব দিতে হবে। এদিকে রবিবার ছুটির দিনে কেউ বা কারা টোটোয় করে ব্যালট বক্স অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এই বিষয়ে স্থপন খাঁড়া সিআই, এসপি, ডিএসপি, সমবায় কৃষি উন্নয়নের নির্বাচন কমিশনারকে লিখিতভাবে জানিয়েছে বলে দাবি

হাসান লাইন থেকে দূরে ছিটকে পড়ে মধ্যে বেড়েছে এটাই তার প্রমাণ।

নিজম্ব সংবাদদাতা : ডাক্তার অভিযুক্ত চিবুঝো ক্রিস্টিয়ানোকে এরপরই মালদার বাসিন্দা ওই পরিচয় দিয়ে ফেসবুকে প্রথমে তারপর মহিলার কাছ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া। এমনই প্রতারণার শিকার হন মালদার এক মহিলা। সেই ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানায় মহিলা। অভিযোগের তদন্ত নেমে উত্তর প্রদেশ পুলিস ও মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করল অনলাইন আর্থিক প্রতারণা চক্রের অন্যতম চাঁইকে। ধৃত ব্যক্তি নাইজেরিয়ান নাগরিক। নাম চিবুঝো ক্রিস্টিযানো। দিল্লির মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় নাইজেরিয়ানকে গ্রেফতার করা

গ্রেফতার করে পুলিস। সোমবার ধৃতকে মালদা আদালতে তোলা হয়। মালদা জেলা আদালতে পেশ করে ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে নেয় মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।

মহিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠায় অভিযুক্ত। এইভাবে দু' মাসের ব্যবধানে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা সে হাতিয়ে নেয় মহিলার কাছ থেকে।

করে দেয় অভিযুক্ত। যোগাযোগ ছিন্ন করে বেপাতা হয়ে যায় সে। প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরে এরপরই ওই মহিলা মালদা সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তদন্তে মালদা সাইবার ক্রাইম সাইবার ক্রাইম থানার পুলিসের একটি দল দিল্লি যায়। সেখান নয়ড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত নাইজেরিয়ান যুবক। থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মালদায় নিয়ে আসে। এর আগে বেনেডিট নামে আরেক নাইজেরিয়ান যুবককেও গ্রেফতার

> এখনও <u> থেফতার</u> 99 প্রভাবশালী অয়ন

স্টাফ রিপোর্টার সল্টলেকের অফিসে যাতায়াত ছিল বেশি কিছু প্রভাবশালী নেতাদের। অয়নের সঙ্গে প্রায় ৬ জন প্রভাবশালীদের যোগাযোগ ছিল। মানিক, শান্তনু, পার্থ এরা নয়। এরা ছাড়াও বেশ কিছু প্রভাবশালী যাঁরা এখনও

তাদের সঙ্গে ওঠা বসা কী কারণে ছিল অয়নের? এখন এটাই জানতে চায় ইডি। প্রয়োজনে তাঁদেরকেও তলব করা হবে। কী কারণে অয়নের অফিসে আনাগোনা ছিল, করা হবে সেই প্রশ্নও। এদিকে, ইডি জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য। ২০১৮-১৯ সালে অয়ন শীল তার নিজের সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের একাধিক পুরসভার ক্লারিক্যাল পদে নিয়োগ করেছিল। তার সংস্থা এই নিয়োগের বরাত পেয়েছিল বলে ইডিকে জানিয়েছেন তিনি।

হালিশহর, বরাহনগর সহ ৭০টি বেশি পুরসভার নিয়োগের করেছিল এবিএস ইনফোজোন প্রাইভেট লিমিটেড। তথ্য উঠে এসেছে বলে সূত্রের থার্ড পার্টি হিসেবে তার সংস্থা

নিয়োগের কাজ করেছিল। যদিও ইডি মনে করছে, এই নিয়োগেও সুপারিশ ও টাকার লেনদেন হয়েছে। শুধু পুরসভা নয়, দমকল বিভাগের নিয়োগের ক্ষেত্রেও বরাত পেয়েছিল অয়নের সংস্থা বলে দাবি ইডির। এই সংস্থার ডিরেক্টর পদে রয়েছেন অয়ন ও তার স্ত্রী।

ইডি সূত্রে খবর, নিজের সল্টলেকের বাড়ির আশপাশের মানুষজনের সন্দেহ এড়াতে সল্টলেকে নিয়োগ দুর্নীতির ডেরাকে, 'কম্পিউটারের অফিস' বলে চালাতেন অয়ন। সল্টলেকে অয়নের আনাগোনা ছিল মোটরবাইকে করে আসা বহু যুবকের (চাকরি প্রাথীরা ও এজেন্ট) দাবি ইডির। তাহলে টাকার লেনদেন ও অযোগ্য চাকরি প্রার্থীরা সুপারিশের জন্য আসত? অয়ন শীলের সল্টলেকে 'কম্পিউটারের অফিসের' আড়ালে চলত নিয়োগ দুর্নীতির ব্যবসা! ধৃত অয়নকে ইডির জেরায় এমনই চঞ্চল্যকর

কলকাতা করপোরেশনে কর্মীদের ১০০ দিনের কাজের ন্যায্য বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ। ফটো : কালান্তর

আকাশ সঙ্গে কালবৈশাখী মেঘলা জেলাগুলোয় হালকা আকাশ। দক্ষিণবঙ্গে আগামী মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত থাকবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে আজ এমনটাই আবহাওয়া বজায় থাকবে। বুধবার

দু–এক

পাশাপাশি,

\$8

২১ মার্চ বেলা ১টায়

লাহিড়ি–মুখার্জি হল, ভূপেশ ভবন, কলকাতা

তিনদিন

ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, ৪ ডিগ্রির মতো। থেকে নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে পূর্ব মেদিনীপুরে তুলনামূলক আগামী ২৪ ঘণ্টায় বেশ কিছু বৃষ্টিপাত বেশি থাকবে। এর সঙ্গে জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দু–এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির থাকছে। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে এবং অন্য সম্ভাবনা। গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনাতে ২০০ দিনের কাজ চাই দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি চাই কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো চলবে না দেশজুড়ে দলিত হত্যা, দলিত নির্যাতন বন্ধ কর জল জঙ্গল জমির অধিকার আইন দেশজুড়ে লাগু করতে হবে এই দাবিতে খেতমজুর দলিত কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

খেতমজুর ইউনিয়ন

২১ মার্চ, ২০২৩/কলকাতা

অজিকের দুনিয়া

পেনশনের বয়স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ম্যাক্রো'র ইস্তফার দাবিতে পুজিবাদ দূর হটো আওয়াজে

श्व(५ द्वाभ

মঙ্গল উপাধ্যায়



গোটা ফ্রান্স যেন পথে নেমে এসেছে চলতি বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের সমর্থনে।

স্টেডেনের নাকে সিস্ট, 'ওরা বলছে পুঁজিবাদ আমরা করেছে। ফরাসি ইউনিয়নগুলি ভাসিয়ে দিয়ে মানুষের সঞ্চয় মেরে দেওয়া লড়াই করো। ইলোন মাস্ক কতটা উদার বা মহাপতনের মধ্যেও আদানি অবসরের সুবিধাগুলি রক্ষার পুত্রর বাগদান কেমন হল এই তাগিদ থেকে সব খবরের ভিড়ে এই বিশ্বে ফ্রান্স বলে কোনো দেশ আছে বোঝার কোনো উপায় নেই। নিরাপত্তার পরাকাষ্ঠা কর্পোরেট পরিচালিত একচেটিয়া সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে সন্তর্পনে তা অগোচরে রেখে দেবার কি মরিয়া

জ্বলছে ফ্রান্স। ম্যাক্রো সরকারের পেনশনের বয়স ৬২ জন্য ম্যাক্রোর থেকে ৬৪তে বাড়িয়ে দেবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ঘোষণা গণ ক্ষোভে অগ্নিসংযোগ করেছে। আর, তাতে সংসদের ছিল। তাই ভিতরে–বাইরে প্রবল প্রতিবাদের পরাজয় এড়াতে ভোটাভূটির বদলে সংবিধানের ইউনিয়নগুলি হিসাবে যে সারা জরুরি ধারা ৪৯–এর ৩ উপধারা প্রয়োগ করে পেনশন রাজনৈতিক পরিণতি পরিবর্তন বিল লাগা করে এখন অগ্নপাতের করে ছাড়বে। ম্যাক্রোঁ জেক সৃষ্টি করেছে। গোটা ফ্রান্স পথে নেমে এসেছে। পথেপথে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ ঘটে চেলেছে। কেবল পেনসোনাররাই চ্যালেঞ্জ পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে নন, এই বিক্ষোভে সামিল ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, গত বুধবার ব্রিটেনে, শিক্ষক, পরিষেবা ক্রমী-সাফাই ক্রমী, ট্রান্সপোর্ট ক্রমীরা ক্রমবর্ধমান পথ– জল– রেল পরিবহণের মূল্যবৃদ্ধির জন্য উচ্চ বেতনের কর্মীগণও। জানুয়ারির টানা ৯ জন্য ধর্মঘট করেছেন। এবং দিনের ধর্মঘটের পর আবার গত স্পেনের বামপন্থী সরকার সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে টানা উপার্জনকারীদের উচ্চ মজুরির আগামী শুক্রবার ২৩ মার্চ বাড়িয়ে তার পেনশন ব্যবস্থাকে উঠেছে 'ম্যাক্রো যদি ছাড়', ঐতিহাসিক চুক্তি ঘোষণা কর্মীদের ধর্মঘট আবর্জনার স্তপে চলেছে। কালো পোশাকধারী ক্ষমতাসীন

পুতিনের স্বাস্থ্য কেমন, বলছি লড়াই', 'অধিকার রক্ষায় বলেছে স্পেনের মতো সমাধান বিচ্ছিন্ন

দেশব্যাপী প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। কারণ বন্ধ দরজার পিছনে আইন প্রণেতাদের একটি কমিটি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোর অজনপ্রিয় পেনশন পরিকল্পনার শব্দটিকে বৈধতা দিয়েছে। অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪তে দেবার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেওয়ার সংসদীয় পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় ম্যাক্রোকে অজনপ্রিয় একতরফাভাবে পরিবর্তন চাপিয়ে দিতে হল। দেশে প্রায় ২০০টি বিক্ষোভ এই ফরাসি অর্থনীতিকে আরও

হিসাবে প্রচার করছেন। এমনিতেই অর্থনৈতিক ছাত্র-যুব-মহিলা জুনিয়র ডাক্তার এবং পাবলিক করেছে। জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় ধর্মঘটের সলতে বাঁচাতে শ্রমিক ইউনিয়নের সহজ, কিন্তু তাদের জীবন সহজ মোকাবিলা করে মিছিলকারীরা চলছে। আওয়াজ সাথে যোগ দিয়ে একটি

ফরাসি জনগণ তাদের বাড়াতে অস্বীকার করেছেন, অর্থনীতিকে কম

> প্যারিসের মেযর়, সমাজতান্ত্রিক অ্যান হিডালগো অর্থ প্রদানের একটি ভাল বলেছেন, তিনি ধর্মঘটকে সমাধান। সমর্থন করেন। সরকারের মখপাত্র ভেরান সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি যদি তা না করছি? মেনে চলেন, স্থরাষ্ট্র মন্ত্রক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।

বলে মনে করা হচ্ছে।

প্যারিসের বিক্ষোভে জোরে গেয়ে বাজিয়ে এবং ইউনিয়নগুলি সংগ্রহকারীদের সাথে যাবে। বলেছেন, ম্যাক্রোঁ ধরা ছোঁয়ার বলেছে,

করে করা হোক। কিন্তু ম্যাক্রোঁ ট্যাক্স সাম্প্রতিক বিক্ষোভে পুলিস যত ব্যবসায় হামলা চালায়। তাতে আগুন দিয়েছে বলেছেন যে এটি দেশের বিক্ষোভকারীরা ততই আগুনে রিপাবলিকানদের পুলিসি অভিযানের মোকাবিলা প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। করে চলেছে। ৪১ বছর বয়সী বিপক্ষে ভোট দেওয়ার বা বিরত এদিকে, ফ্রান্সের অবসরপ্রাপ্ত নার্স মাগালি ব্রুটেল বলেন, যারা কেন আমরা কার্যকরভাবে সবচেয়ে বয়স্ক এবং দরিদ্রতমদের উপর কর আরোপ

শিক্ষক, ডক কমী, তেল নেপোলিয়নের সমাধির কাছে অন্যান্যরা বুধবার তাদের কাজ আবর্জনা করে যোগ বিশাল বিশাল বেলুন ওড়াচ্ছে। দিয়েছিলেন, প্যারিস এবং যেগুলির ব্যানারের ভাষা হলঃ অন্যান্য ফরাসি শহরগুলির লড়াই। অন্যরা বলেছিল এটি আবর্জনা জমা করে দেখেছে। প্যারিস ক্ষুদ্ধ বা যদি অধিকার ইতিমধ্যে, ধর্মঘটের কারণে পদদলিত করা হবে। যদি আমরা ৪০ শতাংশ উচ্চ–গতির ট্রেন ফরাসিরা যে সব অধিকারের বাতিল করা হয়েছে। প্যারিস জন্য লড়াই করেছে তা হারিয়ে মেট্রো ধীর হয়ে গেছে, এবং ৩৩ বছর বয়সী ফ্রান্সের বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অভিনেতা নিকোলাস ডুরান্ড বিলম্বের বিষয়ে সতর্ক করে বিছানায়। সরকারের লোকদের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

প্যারিসকে বিক্ষোভকারীদের এক একটি দল ফেলেছে। গঠন করে কিছু কিছু ছোট

বিভাজন এবং কেউ কেউ

থাকার পরিকল্পনার ফলে বিলের জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে সবচেয়ে়বেশি পরিশ্রম করবে ভবিষ্যৎ অপ্রত্যাশিত করে ১ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ২ তারাই খারাপ চুক্তি পাবে। তোলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো কোটি ১০ লাখে বৃদ্ধি পাবে সবসময়ই এমন হয়। খুব ধনী গ্যারান্টি ছাড়াই, ম্যাক্রোর লোকেরা বেশি করে ট্যাক্স দিতে সরকার একটি দ্বিধা–দ্বন্দ্বের পারে যা বৃদ্ধ জনসংখ্যার জন্য সম্মুখীন হচ্ছে ঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় পরিষদে একটি ভোট গৃহীত হলে বিলটিকে প্রত্যাখ্যান হওয়ার ঝাঁকি থাকে। গণতান্ত্রিক বিতর্কের অভাব সম্পর্কে রাজনৈতিক বিরোধী ট্রেনের চালক, স্কুলের দল এবং ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সমালোচনার স্বর্ণ-তোরণ ইনভালাইডসে শোধনাগারের কর্মী এবং ঝুঁকি নিয়ে, ম্যাক্রোঁ ভোট ছাড়াই সংসদের মাধ্যমে বিলটিকে জোর করে পেশ করেন। অবশেষে, প্রধানমন্ত্রী এলিসাবেথ বোর্ন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯৩ প্রয়োগ করেন। তারা বলে পুঁজিবাদ। আমরা বলি ফুটপাতে হাজার হাজার টন কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার কোনও গ্যারান্টি ছিল না। এই পদক্ষেপ বিরোধী রাজনীতিকদের রক্ষা করা না হয় তবে তাদের গণপরবহণ ব্যাহত হয়েছে প্রায় মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। অনেকেই প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ এখন কথা না বলি, তাহলে এবং অর্ধেক আঞ্চলিক ট্রেন করেছেন, লা মার্সেইলাইজ প্রতিবাদের চিহ্ন তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ৬০ বছরেরও বেশি প্যারিস–ওরলি সমযে এবং সমস্ত শেডের বাইরে এবং ধনীদের সাথে বিমানবন্দরের ২০ শতাংশ সরকারগুলির দ্বারা ১০০ বার ব্যবহার করা হযেছে। যদিও পক্ষে কঠোর পরিশ্রম বলা শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনীর ম্যাক্রোঁ গত বছর অবসর গ্রহণের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি হয়েছে। ১০ দিন ধরে সাফাই রাস্তা বা দিক ধরে এগিয়ে দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হন, কিন্তু

জোটের

বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এবং পেনশন পরিবর্তনগুলি পাস করতে রিপাবলিকান দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল । তারা জানত যে তাদের কিছু সংসদ বিলটির সুস্পষ্ট অজনপ্রিয়তার মুখোমুখি হয়ে বিপক্ষে ভোট দিতে বা বিরত থাকতে পারে। তাই তারা বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতার (৪৯.৩)-এর আশ্রয় নেয়। এবং উগ্র ডানপন্থী আইন প্রণেতারা এর ঘোর বিরোধী। জাতীয় সংসদের পরিস্থিতি আরও জটিল।

শুক্রবার প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোর সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে বিরোধী দলগুলো। বামপন্থী দল লা ফ্রান্স ইনসুমিস (এলএফআই) এর নেতা, ম্যাথিল্ড প্যানোট টুইট করেছেন যে জনাব ম্যাক্রো সংসদীয় বা জনপ্রিয় বৈধতা ছাড়াই দেশকে একটি সরকারি সংকটের মধ্যে রাতে প্যারিসের কেন্দ্রীয় প্লেস দে নিমজ্জিত করেছেন। ফ্রান্স সরকার পার্লামেন্টে ভোট ছাড়াই পেনশন সংস্কারের মাধ্যমে জোর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দুই মাসের উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ধর্মঘটের জন্ম দেয়।

এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করতে হাজার হাজার মানুষ প্যারিস এবং অন্যান্য ফরাসি শহরের রাস্তায় বেড়িয়ে এসেছে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এবং ট্ৰেড ইউনিয়নের পতাকা নেড়ে। বিক্ষোভকারীরা পুলিসের সাথে স্থানাস্থনে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছ। প্লেস দে লা কনকর্ডের। মাঝখানে আগুন জ্বলছে এবং স্কোয়ারটি পরিষ্কার করতে গেলে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। প্যারিস পুলিস শনিবার তৃতীয় রাতের জন্যও বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কারণ সংসদীয় ভোট ছাড়াই রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়।জন্ড পেনশনের বয়স বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের মধ্যে মিছিল করেছে।

বিরোধী দলগুলি এখন টোটালএনার্জিস এর মাধ্যমে সরকারের পতন একত্রিত হতে চলেছে।

ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং মাঝামাঝি থেকে আট দিনের পিছু হঠছে না।

(ইয়েলো ভেস্ট) বিক্ষোভের পর অনেকাংশে শান্তিপূর্ণ ছিল। থেকে রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁকে তার কর্তৃত্বের জন্য মুখোমুখি করে দিয়েছে। বিরোধীরা নিয়মিত বিলটিকে অমানবিক অপমানজনক বলে বৰ্ণনা করুন! এবং দক্ষিণ প্যারিসের প্লেস ডি'ইতালিতে স্লোগান উঠেছে ম্যাক্রোঁ ভেঙে যেতে শনিবার, ১৮ মার্চ কেন্দ্রীয় প্লেস

প্রধান ইউনিয়নগুলির একটি বিস্তৃত হাজার মানুষ প্লেস দে লা জোট বলেছে যে তারা এই কালা কনকর্ডে জড়ো হয়েছিল এবং বিল পাল্টে দেবার জোরদার ম্যাক্রোর কুশপুত্তলিকা পোড়ায়। করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আগামী বৃহস্পতিবারের জন্য বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটেরও

পৌর কর্তৃপক্ষ শনিবার

লা কনকর্ড এবং কাছাকাছি চ্যাম্প-এলিসিসে নিষিদ্ধ করে এবং জায়গায় জায়গায় গ্রেপ্তার চালাচ্ছে। এর ফরাসি রাজধানীতে, আগে রেভোলিউশন পার্মানেন্ট একদল ছাত্ররা পথে নেমে ফোরাম দেস হ্যালেস শপিং মলে আক্রমণ করে , ব্যানার নেড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় বিক্ষোভ করে। বিএফএম টেলিভিশন উত্তরে কমপিগেন, পশ্চিমে নান্টেস এবং দক্ষিণে মার্সেই–এর মতো শহরে কেমন করে চলমান বিক্ষোভ ঘটে চলেছে। দক্ষিণ– বোর্দোতে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে

যোগ দিতে শ্রমিকদের হয়েছে। কাজে যোগ দেওয়া প্রত্যাখ্যান আবর্জনার স্তপ গড়ে উঠেছে। থেকে শোধনাগাব অনাস্থা ভোটার দিকে যাচ্ছে। এবং ডিপোগুলির প্রায় ৩৭ শতাংশ অপারেশনাল স্টাফ – হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ–পূর্ব ফ্রান্সের ফেইজিন প্রতিশ্রুতি

ধর্মঘট চার বছর আগে দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং অনেক তথাকথিত গিলেটস জাউনস স্থানীয় শিল্প ধর্মঘট এখনও পর্যন্ত ইমানুয়েল কিন্তু, বর্তমান অস্থিরতা ইয়েলো ভেস্টের (হলুদ বিক্ষোভের) কথা মনে করিয়ে দেয়। যা ২০১৮ সালের শেষের দিকে তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে শুরু হয়েছিল। এই বিক্ষোভগুলি ম্যাক্রোকে কার্বন করেছে । ম্যাক্রোন, পদত্যাগ ট্যাক্সের আংশিক পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল।

প্যারিসের পুলিস চলেছে, আমরা জিততে যাচ্ছি। দে লা কনকর্ডে জমায়েত নিষিদ্ধ করেছিল। তবু, শনিবার, হাজার নির্ধারিত দেশব্যাপী শিল্প দিন নির্ধারিত ধর্মঘটের নবম দিনের আগে ইউনিয়নগুলি প্রতিরোধের দঢ় প্রদর্শনের আহ্বান জানানোর পরে, বোর্দো, ন্যান্টেস, মার্সেই, ব্রেস্ট এবং প্যারিসের অন্যান্য অংশের মতো শহরগুলিতে

যেমন, ম্যাক্রোন ভেঙে যাচ্ছে, ম্যাক্রোন্ নান্টেসের মতো বেশ কয়েকটি ফরাসি শহরও এবং প্যারিস দাঁড়াও, ওঠো বলে বিক্ষোভের সাক্ষী ছিল এবং সোশ্যাল সহিংসতার উদাহরণও ছিল। মিডিয়ায় ভিডিওগুলি দেখিয়েছে অন্যান্য সাইটে, আপাতদষ্টিতে ব্যানারে লেখা ঃ প্যারিস, দাঁড়াও! ওঠো!

জরিপ অনুসারে, ফরাসি নাগরিকদের দুই–তৃতীয়াংশ পেনশন পরিবর্তনের বিরোধিতা ২০২২ সালেও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেও পার্লামেন্টে ম্যাক্রোঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থার দুটি ভোট পাস বিরোধীদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ দেশজুড়ে করার পরে প্যারিসের রাস্তায় সত্ত্বেও, তারা গভীর অসন্তোষের ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। পেনশন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা দিয়েছে, এটি এখনও ধারণা। কিন্তু এবং উত্তরে নরম্যান্ডি সহ কনফেডারেশন জেনারেল ডু অতি–ডান, বাম এবং অনেক সাইটগুলিতে – শনিবার ধর্মঘটে ট্রাভেল (সিজিটি) বলেছে যে রক্ষণশীল বিরোধীরা সবাই করে। রেলে রোলিং ধর্মঘট ২৩ মার্চ আরেকটি ধর্মঘট এবং অব্যাহত। যদিও জানুয়ারির বিক্ষোভের পরিকল্পনা থেকে



স্থানে স্থানে চলছে পুলিসের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ।

ফটো : এএফপি

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬১ সংখ্যা 🗖 ৬ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 মঙ্গলবার

উদ্বেগ থাকছেই

কখনও তিনি বলছেন ২০৪৭ সালে উন্নত দেশ হয়ে উঠবে তার হাত ধরে, আবার তিনি বলছেন ভারত হয়ে উঠছে বিশ্ব অর্থনীতির 'উজ্জুল বিন্দু'। কিন্তু উদ্বেগ কাটছে না এবং তা বার বার ফুটে উঠছে বিভিন্ন খবরে। টানা তিন মাস ধরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কমে চলেছে ভারতের রপ্তানি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি ৮.৮ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৩৩৮৮ কোটি ডলারে। কমেছে আমদানিও ৮.২১ শতাংশ, হয়েছে ৫১৩১ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির ফারাক এসে দাঁডিয়েছে ১৭৪৩ কোটি ডলার। এই ঘটনা চাহিদার অভাবকেই প্রকট করে তুলছে।

জানুয়ারি মাসে তুলনায় সামান্য কমলেও ফেব্রুয়ারিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বস্তিসীমার উপরেই থাকল পণ্যের খচুরো দরে মূল্যবৃদ্ধির হার। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে জানুয়ারিতে যে হার ছিল ৬৫২ শতাংশ তা ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে ৬.৪৪ শতাংশ। এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবারও বাধ্য হবে ফের সুদের হার বাড়াতে। চড়া মূল্যবৃদ্ধি গোটা বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কাছেই বেশ চিন্তার কারণ।

আর কোনও রাখঢাক না করে অর্থমন্ত্রী বলে ফেলেছেন ৮ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি। লোকসভায় বলা হয়েছে ২০১৪ সালে নোট ও কয়েন মিলিয়ে ভারতের অর্থনীতিতে মোট নগদের জোগান ছিল ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। আর ২০২২-র মার্চে তা এসে দাঁডিয়েছিল ৩১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকায়। বর্তমানের হিসেব এখনও প্রকাশ করেনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গত মার্চে ভারতের জিডিপি'র তলনায় নগদের জোগান ছিল ১৩.৭ শতাংশ। তা হলে প্রশ্ন আসছে ২০১৬'র নভেম্বরে নোটবন্দি কিসের জন্য করেছিলেন মোদিজি? ২০১৬'র মার্চে নগদের জোগান ছিল ১৬.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা, ২০১৭তে তা খানিকটা কমলেও (তার কারণ নোট বদল করতে গিয়ে মানুষ খরচ কমাতে বাধ্য হয়েছিল) ২০১৮ থেকে অর্থ ব্যবস্থায় নগদের জোগান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তা হলে আবারও প্রশ্ন উঠছে মোদিজির ডিজিটাল অর্থনীতি কি জাল জোট, কালো টাকা, ড্রাগ চোরাচালান ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কমিয়েছে? মোদিজি কিন্তু এই সব বন্ধ করতেই নোটবন্দি করে ঘোষণা করেছিলেন। তা যদি না হয়ে থাকে তবে তিনি কিন্তু মানুষকে উদ্বেগের মধ্যেই রেখে চলেছেন।

আর শেষ না হয়েও শেষ কথা হল উদ্বেগ-আশঙ্কায় ভূগে পতন অব্যাহত শেয়ার বাজারে। এই সপ্তাহে কি হয় তা কিন্তু নির্ভর করছে বিদেশি লগ্নি কতটা আসে তার ওপর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আমেরিকায় দু-দুটি ব্যাঙ্কের দেউলিয়া দশা গোটা বিশ্বের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল লাগাতার সুদের হারের বৃদ্ধি। গত সপ্তাহে ফের পড়েছে টাকার দাম। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা বাড়িয়ে রপ্তানি কমেছে, চাহিদা কমেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি ভারতে উদ্বেগের অন্যতম কারণ। মূল্যস্ফীতির হারে লাগাম পরানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাডিয়েই চলেছে, তাতে কিন্তু মূল্যস্ফীতির বিশেষ সুরাহা হয়নি। সুদের হার বাড়িয়ে লগ্নি বৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে উদ্বেগে রয়েছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। ফলে চাহিদাতেও তা উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। এই উদ্বেগ কিন্তু অতিমারির আগে থেকেই রয়েছে, যার প্রধান কারণ হল—ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে আরও কর্পোরেট পুঁজির কাছে সঁপে দেওয়ার জন্য, তাই এই উদ্বেগ কমবে না।

খেতমজুর, দলিতদের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন!

সুবীর মুখোপাধ্যায়

এই সময়ের কয়েকটি ঘটনাবলি হল- মনরেগা প্রকল্পের জন্য ১৯ রাজ্যের বরাদ্দ বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র. পেঁয়াজের দর তলানিতে আবার লংমার্চে কৃষকেরা, নদীর পলি পাচার ইটভাটায়, সাধারণ বনিয়াদি পরিকাঠামো অপ্রতুল, জিডিপি'র ধারাবাহিক শ্লথ হওয়া এই দেশ জুড়ে দলিত অত্যাচার, জ্বলছে জঙ্গল। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির অধিকর্তা বলছেন ধনীর দেশের হাতে কোটি কোটি ডলার সম্পদ জমে আছে. অথচ বিশ্বের নানা প্রান্তে অভুক্ত শিশুর কান্না শোনা যায়, এ আমাদের সবার লজ্জা। কিন্তু আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকদের যে লজ্জা পেতে নেই তা ভারতের বৃহত্তম অংশের মানুষ অনুভব করতে পারছেন। কিছু মানুষ ফেলে ছড়িয়ে, অবান্তর ব্যয় করে বাঁচেন, আর বহু মানুষের হাতে কাজ না থাকার কারণে দুবেলা খেতে পান না। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের দুর্দশা আরও কঠিন। কাজের সামান্যতম সাংবিধানিক সুযোগও পাওয়া যাবে না নানা অজুহাত ও কৃট রাজনীতির দ্বন্দ্ব।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ খাতে দেশের অধিকাংশ রাজ্যকেই তাদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সব মিলিয়ে ১৯টি রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ খাতে তাদের বরাদ্দ পায়নি (১৫/৩/২৩)। না পাওয়ার কারণ সঠিক পদ্ধতিতে প্রকল্পের খরচের হিসাব রাজ্যগুলি দিতে পারেনি। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়নসহ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এই কমিটি প্রতিবেদন অনুসারে দেশের ২৭১১০২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২১৯৮৮৯টি পঞ্চায়েতে কম্পিউটার আছে। কিন্তু ব্রডব্যান্ড বা ইন্টারনেট সমস্যার কারণে বহু কাজই যথাসময়ে করা যাচ্ছে না। আসলে বর্তমান সরকার এই প্রকল্পের ভিতটাকেই নষ্ট করে দিতে চাইছে। অথচ এই প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হলে বছরে ২০০ দিনের কাজ দেওয়া সম্ভব। বর্তমান মজুরি ২৮০ টাকা তাকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করার দাবি করেছে খেতমজুর ইউনিয়ন, যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে মানানসই।

গ্রামীণ ক্ষেত্র অসুবিধায় রয়েছে, খেতমজুরেরা কাজ পাচ্ছেন না। এটা যেমন ঘটনা তেমনি কৃষকেরাও তাদের ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না। রাজ্যের আলু চাষিরা গত মরসুমেও যেমন ভুগেছে এই মরসুমেও তেমনি ভূগবেন বলে আশঙ্কা ক্রমশ ঘনিভূত হচ্ছে। আগেই খবর হয়েছিল ৭০ কিমি পথ বয়ে ৫১২ কেজি পেঁয়াজের দাম মিলেছিল ২ টাকা! গ্যাসের দাম ১১২৯, খুচরো বাজারে ভোগ্যপণ্যের অগ্নিমূল্য। বর্তমানে আলু বিক্রি হচ্ছে ১০-১২ টাকা কেজিতে, পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৫-২০ টাকার মধ্যে। পেঁয়াজের অভাবি বিক্রির প্রতিবাদে আবারও নাসিক থেকে মহারাষ্ট্রের কৃষকেরা লংমার্চ করছেন। ২০১৮ সালে নাসিক মুম্বাই কিষাণ লং–মার্চ সারা দেশের রাজনীতির মত পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম কুইন্টালে ৫৫০ টাকা মাত্র। কৃষকেরা জাতীয় সড়কের ধারে পেঁয়াজ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকদের কথা— কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান, ঋণ ও বিদ্যুতের বিল মকুব করার মত কোনও ত্রাণ দিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজি নয়। তাই এই লং–মার্চ।

রাজ্যে দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে চুরি হচ্ছে নদীর পলি। ২৪ পরগনা জেলার বিদ্যাধরী নদীর পলি অবৈধভাবে কেটে ব্যবহার করা হচ্ছে ইটভাটায়। হাড়োয়া থানার কুলটির এই ঘটনা। কর্মরত শ্রমিকদের কথা—তাঁরা পেটের দায়ে মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। পলি কাটার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা বলছেন তারা অনুমতি পেয়েই এই কাজ করছেন। যদিও ভূমি দপ্তরের কর্তারা এবং পঞ্চায়েত কর্তৃ মুঙ্গলি সর্দারের কথা—নদীর পলিমাটি কাটা অবৈধ। সংগঠিত প্রতিবাদ দানা বাঁধতে পারছে না রাজ্যে। রাজ্যের শাসক দলের পক্ষেও রয়েছে নানা হুমকি, ১০০ দিনের কাজ থেকে রেশন, কোনও সাহায্যই মিলবে না প্রতিবাদকারীদের।

জাতীয় সড়কের পাশে বিষ্ণুপুর রেঞ্জের জঙ্গলে আগুন, ৫০০ মিটার এলাকার বন জুড়ে ছাই। এলাকায় যমুনা বাঁধের অধিবাসীরা বাউরি পরিবারের কথা হল জঙ্গলের আগুন বাড়ির কাছে, তারা আতঞ্কিত, বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই, ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কন্ট হচ্ছিল। বনের কাঠ সংগ্রহ করতে যান এলাকার নিমু আয়ের মানুষেরা। রান্নার গ্যাসের দাম এখন নিম্নবিত্তদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে এই সময়ে ৭৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার রান্না করছে কাঠকুটো জ্বালিয়ে। কারণ 'উজ্জ্বলা' প্রকল্পে, (যার সূচনা ২০১৬ সালে হয়েছিল), তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। গ্রামীণ ভারতের উজ্জ্বলা প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মেয়েদের কাছে স্বচ্ছ ত্বালানি পৌঁছে দেওয়া। সে কাজে প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়েছে, কারণ দরিদ্রতর রাজ্যগুলিই প্রধানত রান্নার গ্যাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত রয়েছে। এক্ষেত্রে দূরবস্থা সর্বাধিক ছত্তিসগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ। সমীক্ষা বলছে—দরিদ্রতম মানুষের গৃহস্থলীতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশ। কিন্তু রোজগার কমেছে এবং মূল্যস্ফীতির হার ছাড়িয়ে যাচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির হারকে। এই অবস্থায় কাজ না থাকা বা মজুরি কমে যাওয়া মানুষকে। সর্বাধিক বিপাকে ফেলেছে।

ভারতের শহরগুলিতে সাধারণ বনিয়াদি কাঠামো যথেষ্টই অপ্রতুল। মার্চ অধিকার দিতে হবে ৯৭ শতাংশকে।

মাসের ২ তারিখ ব্রহ্মপরম বর্জক্ষেত্রে আগুন লেগে গিয়েছিল, ফলে সৈকতশহর বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়। ফলে এলাকার বহু মানুষকেই সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে ২০১৬ সাল থেকেই অনুমতি পত্র ছাড়াই কাজ করছে এবং ফলত প্লাস্টিক পথকীকরণ অথবা পচনশীল বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণের মত বিভিন্ন বাধ্যতামূলক মাপকাঠি লঙ্ঘন করে চলেছে। বর্তমান ভারতে আইন না মানাটাই যেন দস্তর। এটাতো শহরের কথা, কিন্তু গ্রামের কৃষিক্ষেত্রের কৃষি মজুরেরা তাদের কৃষিক্ষেত্রে চামের কাজে যে কীটনাশক ব্যবহার করে তাতে তাদের কোনও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকছে না। ফলে গ্রামীণ কৃষিমজুরেরা নানা ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় বা প্রতিকার গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি কোনও যত্ন নেবার ক্ষেত্রে অনীহাই প্রকাশ পাচ্ছে সরকারের। সরকার শুধই ব্যক্তিগত লাভেব বিষয়গুলি দেখছে।

বেসবকারি ব্যবসা ও পারিবারিক সংস্থাগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে, সরকার ও শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে অস্বচ্ছ যোগাযোগ কমানোর দাবি উঠেছে। দাবি রয়েছে ভমিহীনদের জন্য জমি।

বিচ্ছিন্ন ঘটনা? মনে হয় না। কারণ দেশের সর্বাধিক মান্য যে গোষ্ঠীর তারাই আজ অত্যাচারিত এবং তারাই কাজ করে চলেছেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে। সুযোগ পাচ্ছে উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবারগুলি, যারা দেশের জনসংখ্যার তিন শতাংশের কাছে। বাকিরা সমস্ত রকম সুযোগ সহেযোগিতা রহিত।

করছে মোদিজি'র নেতৃত্বের বিজেপি সরকার। কিন্তু আশঙ্কার মেঘ কেটে গেছে এমন কত কেউই বলতে পারছেন না। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘরাম রাজন বলেছেন ভারত বিপজ্জনকভাবে ১৯৫০–৮০ পর্যন্ত সময়ের বৃদ্ধির হারের পথেই এগিয়ে চলেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত এপ্রিল–জুন ত্রৈমাসিকে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ১৩ শতাংশের বেশি। কিন্তু জুলাই সেপ্টেম্বরে তা কমে আসে ৬.৩ শতাংশে এবং আক্টোবর-ডিসেম্বরে তা আরও কমে হয় ৪.৪ শতাংশে। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩–এ তা আরও কমবে। তাই প্রশ্ন উঠেছে বৃদ্ধির চাকার গতি আসবে কোথা থেকে? মোদিজির সরকার কিন্তু এতেও দমে যাচ্ছে না, সরকার বলছে মূল্যবৃদ্ধি ধরে গত অর্থবর্ষে দেশবাসীর মাথা পিছু আয় ২০১৪–১৫ সালের ৮৬,৬৪৭ টাকা থেকে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ১.৭২ লক্ষ, বৃদ্ধি ১৯ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধি বাদ দিলে তা হবে ৩৫ শতাংশ। এখানে সমপাতন অর্থাৎ করোনাকালে মানুষের রোজগার যখন কমেছে, কাজ যখন হারিয়েছে বহু মানুষ, তখন দেশের পুঁজিপতিদের আয় বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। এই যে বৃদ্ধি তাতে আমজনতা কোথায়? এই যে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি তাহল গড় ধরে হিসাব করার কারণে। আর মোদিজি তো বলেছেন তার প্রতি সমর্থন রয়েছে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের! যদিও তিনি খরচের কথা ভেবে ভারতের জনগণনাকে এড়িয়ে চলেছেন। যেহেতু এই আয় বৃদ্ধি একটি গড়ের হিসাব এটা যে আয় বৈষম্যেরও একটি দলিল তা কিন্তু স্বীকার করছেন না মোদিজির সরকার। রোজগারের নিরিখে ওপর দিকের ১০ শতাংশের আয় বেড়েছে। কিন্তু বাজারে সদ্য পা রাখাদের অর্থাৎ ১৫-১৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি কিন্তু থমকে রয়েছে। এদের অধিকাংশের বাস গ্রামে অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি এই হিসাব ভারতের জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানেই বিপদ। সর্বাধিক ধাক্কা লেগেছে ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়ে। এর ফলে চাহিদাও কমছে বাজারে। ফলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগও কমছে, ফল টান পড়ছে কর্মসংস্থানে। এই অবস্থা যে এই ২০২২–২৩ এ এসে ঘটেছে তা কিন্তু নয়। এই ঘটনা ঘটে চলেছে ২০১৬-১৭ সাল থেকেই।

এই অবস্থায় ব্যতিক্রম শুধুই কৃষি ক্ষেত্র। অলাভজনক বলে অনেকে বললেও এখানে উৎপাদন স্থিতিশীল প্রাকৃতিক পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে এই কৃষিক্ষেত্রেরও বিপদ। কারণ কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমহাসমান। করোনাকালে যে গ্রামীণ ক্ষেত্র এই দেশকে কাজ দিল এবং সেক্ষেত্রে এমজিএনআরইজি এই ছিল মূল সহায়, আর এই

স্বাভাবিক কারণেই খেতমজুর ইউনিয়ন তার সংগ্রামের ফসলকে হেলায় হারিয়ে দিতে চাইবে না। দেশজুড়ে এ নিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। গঠিত হয়েছে, সারা ভারত দলিত অধিকার রক্ষা কমিটি। আওয়াজ উঠেছে এমজিএনআরইজিএতে ২০০ দিনের কাজ দিতে হবে এবং দৈনিক মজুরি চাই ৬০০ টাকা। দাবি উঠেছে দেশ জুড়ে দলিত হত্যা, দলিত নিৰ্যাতন বন্ধ করতে হবে। দেশের আদিবাসীন্দাদের জল জঙ্গল জমির অধিকার আইন দেশ জুড়ে লাগু করতে হবে। অধিকার শুধু তিন শতাংশের জন্য নয়,

তাতে অনেকের আপত্তি। তবে তারা যদি সকলের জন্য সমান প্রতিযোগিতার জমি কেড়ে নিয়ে শক্তিধর হয়ে ওঠে, সেটা কাম্য নয়। তাই আপত্তি উঠছে সরকার ও প্রধানের সঙ্গে শিল্প গোষ্ঠীর দহরম-মহরম নিয়ে।

এই সবের সঙ্গে চলেছে দলিতদের ওপর অত্যাচর। কোনটিই কি

এই যখন অবস্থা তখন ২০৪৭ সালে উন্নত দেশ হয়ে ওঠার স্বপ্ন ফেরি

সরকার এই প্রকল্পেরই সত্ত্বানাস ঘটাতে চাইছে।

সাদ্ধামের পতনে উচ্ছুসিত আমের তখন বোঝেননি তছনছ হয়ে যাবে বাকিটা জীবন

মি পাগলের মতো নাচছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না, সাদ্দাম হোসেন আর ক্ষমতায় নেই। মনে হচ্ছিল, আমি যেন খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া এক পাখি-কথাগুলো বলছিলেন আদেল আমের নামের এক ব্যক্তি। ২০০৬ সালে ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সরকারের পতনের পর তাঁর অনুভূতি ছিল এমনই। শুধু তা–ই নয়, খুশিতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভোজের আয়োজনও করেছিলেন তিনি। তবে এই আনন্দ ফিকে হতে বেশি সময় নেয়নি। আমের জানতেন না গত দুই দশকে সাদ্দামের ছড়ির ইশারায় তাঁকে যতটা না দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তার চেয়েও বড় কিছুর মুখে পড়তে চলেছেন তিনি। শুরু হতে চলেছে রক্তমাখা নতুন এক সংঘাত, যাতে পরিবারের সদস্যদের হারাতে হবে তাঁকে, তছনছ হয়ে যাবে বাকিটা জীবন।

আমেরের বয়স এখন ৬৩ বছর। ২০০৩ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ইরাকে অভিযান শুরু করেছিল, তখন তাঁর বয়স ৪৩। এরও বহু আগে আমেরের দুর্দশার গল্পের শুরু। তিনি ইরাকের সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। তবে গত শতকের আশির দশকে ইরাক–ইরান যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী ছেডে পালিয়ে যান তিনি।

পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে একটি ছবি দেখালেন আমের। ছবিটি যুদ্ধক্ষেত্রে আমের ও তাঁর সহযোদ্ধাদের। ইরাক–ইরান যুদ্ধের সময় যখন সেটি তোলা হয়েছিল, তখন আমেরের বয়স মাত্র ২০। দাবি করা হয়, এই যুদ্ধে ১০ লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ছবির আমের ছিলেন তরুণ। এখন তাঁর চামড়ায় ভাজ পড়েছে, দাড়ি সাদা। জীবনে সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত। আমের বললেন, আমি নিজেকে বললাম, এবার আমার সেনাবাহিনী ছেড়ে পালানোর সময় হয়েছে। জানতাম, কখনো ধরা পড়লে আমাকে মেরে ফেলা হবে। তবে সেই সময় বেঁচে থাকাটা ছিল জরুরি। আর আমি তাই করেছিলাম। এখন যে বেঁচে আছি ওই সিদ্ধান্তের জন্যই। আমের থাকতেন বাগদাদের কাছে একটি গ্রামে। সেনাবাহিনী থেকে পালানোর পর ওই গ্রাম থেকে পরিবার নিয়ে চলে যান তিনি। বসবাস শুরু করেন এক স্বজনের একটি বাগানে। এরপরও ধরা পড়ার দুশ্চিন্তা তাঁর মাথা থেকে যায়নি। তাই দাড়ি বড় রাখা শুরু করেন। একই সঙ্গে কাজ শুরু করেন কষক হিসেবে।

নতুন বিপদ: ১৯৯০-৯১ সালে আরেকটি বড় বিপদে পড়েন আমের। সে সময় প্রতিবেশী দেশ কুয়েত আক্রমণ করেছিল সাদ্দামের বাহিনী। সাদ্দামের ওই কর্মকাণ্ড ইরাককে আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে করে ফেলেছিল। ওই যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোট। আর দেশটির ঘাড়ে এক দশকের বেশি সময় ধরে চেপেছিল রাষ্ট্রসংঘের নানা নিষেধাজ্ঞা। এই যদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেন একটি আদেশে বলেছিলেন, কেউ সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গেলে তাঁর কানের একাংশ

ভাষ্যকার

কেটে নেওয়া হবে। কপালে খোদাই করে দেওয়া হবে কাটা চিহ্ন। এরপরও সেনাবাহিনীতে ফিরে যাননি আমের। এ কারণে প্রতিবেশী ও সেনাবাহিনীর সাবেক সহকর্মীরা তাঁকে একপ্রকার ঘূণা করতেন। তবে কেউ তাঁকে ধরিয়ে দেননি। কারণ, তাঁরা জানতেন ধরিয়ে দিলে আমেরকে মেরে ফেলা হতে পারে। সব মিলিয়ে সে সময় খুবই ভেঙে পড়েছিলেন আমের। বললেন, আমি সারা জীবন অনেক ভুগেছি। অনেক সময় মনে হতো জীবনটা শেষ করে দিই। তারপরই নিজেকে বলতাম, আশা যতই কম হোক না কেন সুদিন আসবে। ২০০৩ সালে সাদ্দামের শাসন যখন শেষ হলো, তখন বাড়িতে বিশাল ভোজের আয়োজন করেছিলেন আমের। ভেবেছিলেন, মার্কিন সেনারা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, আর হয়তো পালিয়ে বেডাতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তাঁর সেনা কর্মকর্তারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা আর অর্থনৈতিক উন্নতির। ঠিক বিপরীত চিত্র ছিল সাদ্দামের আমলে। তখন নির্দোষ মানুষকে নির্যাতন–হত্যা করা হতো। অপচয় করা হতো তেল বেঁচে আয় করা শত শত কোটি ডলার। জীবনের শেষভাগে এসে আমের এখনো একরোখা, সুযোগ পেলেই ইরাক ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। তবে সাদ্দামের পতনের পর ইরাকিদের জন্য আরও খারাপ দিন অপেক্ষা করছিল। এর পরপরই সন্ত্রাসী সংগঠন আল–কায়েদা ইরাকজুড়ে সহিংসতা শুরু করে। চলতে থাকে একের পর এক বোমা হামলা ও শিরোক্ছেদ। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে চলে নৃশংস এক গৃহযুদ্ধ। সবকিছু এতটাই ভয়াবহ হয়ে পড়ে যে নদীতে মানুষের লাশ ভাসতেও দেখা যেত। সে সময় লাখ লাখ ইরাকবাসীর মতো আমেরের জীবন আবারও থমকে যায়। শিয়া ও সুন্নি বিদ্রোহীদের তপরতায় সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হতো তাঁদের। ইরাকে অবস্থান করা মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে লড়তে থাকা এই

প্রিয়জনের খোঁজে: ২০০৪ সালের অক্টোবরে আল–কায়েদা সংশ্লিষ্ট সুন্নি বিদ্রোহীরা আমেরের বাবা, ভাই ও চাচাতো ভাইকে তুলে নিয়ে যায়। কারণ, তাঁরা শিয়া। তিনজনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা পরিবারের কেউ জানতেন না। আমের বলেন, আমার বাবা, ভাই ও চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে, তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আবারও ভয়ভীতি ঘাড়ে নিয়ে দিন কাটানোর জন্য তৈরি ছিলাম না আমি। এরপর প্রায় এক বছর কেটে যায়। আমের জানতেন না, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বেঁচে আছেন, নাকি মারা গেছেন। মাঝেমধ্যে বাগদাদের মর্গে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতেন। কারণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতায় নিহত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মরদেহ

বিদ্রোহীরা সাধারণ ইরাকিদের জন্যও নতুন এক যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো। পরে একদিন পুলিস আমেরের পরিবারকে মর্চো যেতে বলে। তারা জানায়, কাছেই একটি ডোবা থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেদিনের স্মৃতি তুলে ধরতে গিয়ে আমের বলেন, মর্গের পুরো ভবনটিতে সারি সারি লাশ রাখা ছিল। একটি হাত্যডি দেখে তিনি চাচাতো ভাইয়ের লাশ চিনতে পারেন। পরদিন লাশগুলো দাফন করা হয়। ভাগ্যের পরিহাস, তিনজনের মৃত্যুর শোক পালনের জন্য আমের যেখানে তাঁব খাটিয়েছিলেন, ঠিক সেখানেই ২০০৩ সালে সাদ্দামের পতন উদ্যাপনে ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আবার শুরু হয় আমেরের পলাতক জীবন। স্থী ও তিন মেয়ের জন্য খাবার কেনা ছাডা বাডির বাইরে যেতেন না তিনি। ২০১০ সালে একটি মার্কিন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান। তবে তিন বছর পর এই চাকরিই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁডায়। ইরান-সমর্থিত একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে আটক হন তিনি। এরপর তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়ে, হাড়-দাঁত ভেঙে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়। আমের বললেন, তারা বলেছিল, আমি মার্কিন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারব না। কারণ, এতে আমি গুপ্তচর হয়ে যাব। এটা মেনে নেওয়া আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল। নিজেকে বললাম, সাদ্দামের সময়েও এতটা ভূগতে হয়নি, পরিবারের সদস্যদের হারাতে হয়নি, নির্যাতন ও অপমানের শিকার হতে হয়নি, যেমন

একটা ভালো জীবনের স্বপ্ন দেখার জন্য এখন হচ্ছে। আবার সেই নরকে ফেরা: যা–ই হোক, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণভয়ে আমেরকে চাকরি ছাডতে হয়েছিল। পরে ২০১৫ সালে সিদ্ধান্ত নেন, তুরস্কে পালিয়ে যাবেন। সে অনুযায়ী পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে নকল পাসপোর্ট বানিয়ে গ্রিসে পাড়ি দেন তিনি। তবে দেশটির একটি বিমানবন্দরে ধরা পড়ে যেতে হয় কারাগারে। এক সপ্তাহ কারাগারে কাটানোর পর আমেরকে তুরস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমের বলেন, দেশকে নিয়ে আমি হতাশ হয়ে পডেছিলাম। ইরাকে থাকাটা আমার জন্য নরকের মতো ছিল। তাই আমি জীবন দিয়ে হলেও দেশ থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ২০১৬ সালে তরস্কে একটি বাস আটক করে দেশটির পুলিস। ওই বাসে ১০ ইরাকির মধ্যে ছিলেন আমের। সাগর পাডি দিয়ে আবার গ্রিসে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে পুলিসকে জানিয়েছিলেন তিনি। এর জেরে এক মাস পরে তাঁকে ইরাকে ফেরত পাঠানো হয়। তখন থেকেই ইরাকে আছেন আমের। কখন আবার শিয়া বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পডবেন, এই ভয়ে থাকেন সব

জীবনের শেষভাগে এসে আমের এখনো একরোখা, স্যোগ পেলেই ইরাক ছেডে চলে যাবেন তিনি। তিনি বলেন, সাদ্দামের সময় আমি পালিয়ে ছিলাম, এখনো পালিয়ে আছি। মার্কিন অভিযানের আগে একজন সাদ্দাম ছিল। আজ তাঁর মতো অনেক সাদ্দাম রয়েছে।

বঙ্গ–চিনি ভাই ভাই

সুদীপ বসু

🗳 কসময় এই বাংলার দেওয়ালগুলোয় জ্বলজ্বল করতো, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। সেসব কথা এখন গতরাতের স্বপ্লের মতন। কিন্তু বাঙালির চেতনায় চিনের অবস্থানের ইতিহাস আজকের নয়। হাজার বছরের অচ্ছিন্ন এই সম্পর্কের বাঁধন। রবীন্দ্রনাথ চিনবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে, জাতি–ভাষা–ঐতিহ্যের বৈপরিত্যকে অস্বীকার করে, প্রেম ও মৈত্রী'র যে রাখী তাঁরা বেঁধেছিলেন,তার ভিতরেই ছিল বিশ্বমানবাত্মার শাশ্বত আশ্রয়। সে পথ তো শুধু ভৌগোলিক নয়, সে যে চিরন্তন ইতিহাসের মহামিলনের পথ। আজ ভারত ও চিন দ'দেশের বিদেশনীতি সেই পথের থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। ডোকালাম কে কেন্দ্র করে দুই দেশের উত্তেজনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। কিন্তু এই বাঙালি জাতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী এই দেশটির দিকে সংস্কৃতি'র হাত বাডিয়ে দিয়েছিল।

চিন ভারতে মিলনের পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হয়ে দাঁডিয়েছিল দুই দেশের মধ্যে অবস্থিত প্রকৃতি। তিন সারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলে তবেই চিনে, কিম্বা চিন থেকে এদেশে পৌঁছানো সম্ভব হত। চিনের দিক থেকে এগোতে গেলে প্রথম সারির বাধা হল গোবি মরুভূমি আর তিয়েনশান পর্বতমালা। দ্বিতীয় সারির বাধা পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত পর্বতমালা। হিন্দুকুশ, পামীর, কারাকোরাম, কুনলুন শান, আর মিনশান পর্বত। এই দুই সারি বাধার মাঝখানে আছে তাকলামাকান মরুভূমি। এরপরেই আছে তৃতীয় ও শেষ বাধা হিমালয়। এই প্রাকৃতিক অবস্থানই যেন দুই দেশ কে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু এই দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থাকে উপেক্ষা করেই এক দেশের মানুষ অন্য দেশে ছুটে গিয়েছে। এই দুর্গম পথ পেরিয়েই চতুর্থ শতকে ফা হিয়েন এদেশে এসেছিলেন। রাজগৃহের গুধ্রকুট পর্বত চূড়ায় সম্পূর্ণ একা তিনি রাত কাটিয়েছিলেন। এরপর হিউএন সাঙ এদেশের টানে গোপনে, সেদেশের সম্রাটের বিনা অনুমতিতেই এদেশে চলে এসেছিলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ঈসিঙও এসেছিলেন দীর্ঘ পথ

হিউ এন সাঙ এদেশে এসে কুমিল্লার বাঙালি ব্রাহ্মণ শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। হিউয়েন সাঙের মতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব অধ্যাপক মহাবিহারে অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীলভদ্রই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শীলভদ্র নাকি স্বপ্নে দেখেন মহাবিহারে হিউয়েন সাঙ এসেছেন। তাই হিউয়েন সাঙ সেখানে এলে শীলভদ্র তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। এখানে হিউয়েন সাঙ ২২ বছর ধরে শীলভদ্রের কাছে যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। এরপর তিনি 'সিদ্ধি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

এই ধর্মীয় পটভূমিতেই অতীশ দীপঙ্করের তিববত যাত্রা। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিব্বতেই ছিলেন। তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দীপঙ্করের প্রভাব আজও বিদ্যমান।

আধুনিক যুগে বঙ্গ-চিন সম্পর্ক যাঁর হাত ধরে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৪ সালের ৮ এপ্রিল চিনে যান কবি। তখন সান ইয়াত সেন গুয়াং–চে শহরে অসুস্থ হয়ে বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হয়নি, তিনি কবিকে চিঠি লিখে গুয়াংচেড়তে আমন্ত্রণও জানান। ১৯২৪ সালের ১২ এপ্রিল কবি ও তাঁর সঙ্গীরা সাংহাই পৌঁছান। তাঁদের স্বাগত জানান সাংহাই শহরের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। সুদূর বেইজিং থেকে কবিকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন অধ্যাপক সিউ সিমো। চিনে কবি একাধিক জায়গায় বক্তৃতা করেন। কবির বক্তৃতা বৃদ্ধিজীবী মহলে খুব সাডা ফেলে দিয়েছিল। অগণিত ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও গুণীজন কবিকে বরণ করলেন। চারদিকে পুষ্পবৃষ্টি ও বাজির শব্দে মুখরিত হলো চিন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক সংবর্ধনা হয় রাজকীয় উদ্যানে। অজস্র গুণীজনের সমাবেশে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন লিয়াং ছি চাও। তিনি বলেন, আমরা সাত–আট শ বছর পরস্পরকে ভালোবেসে ও শ্রদ্ধা করে স্লেহশীল ভাইয়ের মতো বাস করেছিলাম। আমরা পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। আমরা চিনারা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতীয়দের নেতৃত্বে পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনভব করেছিলাম। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখেই ইঙ্গ চিন সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেল। ভারতকে প্রকাশ্যে 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা'র মর্যাদা দেয় চিন। রবীন্দ্রনাথের ছেষট্টিতম জন্মদিনটি কেটেছিল সেখানেই। মে মাসের ৮ তারিখের রাতে জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানানোর সভা হয়েছিল। লিয়াং ছি চাও কবিকে চিনা নাম 'জ্যু ঝোন দান্' দিয়েছিলেন। জ্যু শব্দটি 'তিয়ান্ জ্যু' থেকে নেওয়া। 'তিয়ান্ জ্যু' পুরনো চিনা ভাষায় ভারতের নাম। চিনা শব্দ 'দান্'–এর অর্থ সূর্য ওঠা। এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের 'রবি'র সঙ্গে সাযুজ্য। কবি চিনা পোশাক পরেছিলেন। রাতে রবীন্দ্রনাথের নাটক 'চিত্রা' প্রদর্শিত হয়। এই জন্মদিনটি কবি দীর্ঘকাল মনে রেখেছেন। ১৯৪১ সালের ২১ ফব্রুয়ারি তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতায় চিনে তাঁর জন্মদিন পালন প্রসঙ্গে লিখেছেন :

ধরিনু চিনের নাম জন্মবাসের ঘটে নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে। একদা গিয়েছি চিন দেশে, অচেনা যাহারাললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।....।

এর পরবর্তীকালের কথা বলি। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই উপাচার্য থাকাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিনা ভাষার চর্চা শুরু করেন। চিন ফেরত একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে চিনা ভাষা পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেন তিনি। তারও বছর পাঁচেক পূর্বে বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে নিজের বাড়িতে চিনা শিক্ষক রেখে ঐ ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তো চিন থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনেই চিন ভারত সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৪ সালের একটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমার শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন ভারত সংস্কৃতিক সমিতিকে আশ্রয় দিতে পারায় আমি আনন্দিত। আশা রাখি, আমার চিনা বন্ধুরা এই সমিতিকে স্বাগত জানাবেন এবং আমার সুহৃদ অধ্যাপক তান ইয়ান সান কে আন্তরিক সাহায্য করবেন। তাহলেই চিন ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। এরপর কালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখরাও চিনে যান। শান্তিনিকেতনে একটি চিনা ভবনও গড়ে

এসব এখন শুধুই অতীতের কথা মাত্র। সেদিনের চেনা চিন আজ আমাদের কাছে অচেনা। অনেক চেষ্টাও চলেছে আরও আচেনা করে

কেন্দ্রকে ভৎর্সনা প্রধান বিচারপতির

সিল–খাম নিতে

বিচারপতির ভৎর্সনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের একটি মামলায় আজ সোমবার প্রশ্নের জবাব সিল করা খামে ভরে জমা দেওয়া হয়। সেটি হাতে নিতেই অস্বীকার করেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচ্ড। তিনি বলেন, এটা কী এমন গোপনীয় বিষয় যে সিল করা খামে ভরে জড়িত থাকায় আদালত তাতে বিষয়ে জানতে চেয়েছে। সরকার আদানি ইস্যুতে তদন্ত কমিটি গড়া তার জবাব দিচ্ছে। এতে নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার তাদের গোপনীয়তার কী আছে। প্রসঙ্গত, বক্তব্য সিল করা খামে ভরে র্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন ব্যবস্থা চালু স্প্রিম কোর্ট।

আদালতে কোনও তথ্য সিল করা খামে জমা দেওয়ার অর্থ সেই বিষয়বস্কু এবং সরকারের বক্তব্য প্রকাশ্য আদালতে আলোচনা করা যাবে না। বিচারপতিরা সংশ্লিষ্ট মামলায় যুক্ত আইনজীবীদের মনে করলে তা জানাতে পারেন। কিন্তু বাকি কাউকে তা বলা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে ফোনে আড়িপাতার মামলায় বক্তব্য সিল করা খামে জমা

দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন আপত্তি করেনি। কিন্তু গত মাসে আদালতে পেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের নির্দেশ ছিল এই আপত্তি তোলেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি। সোমবার সংশ্লিষ্ট খাতে বকেয়ার অঙ্কও একই সঙ্গে মামলায় আরও দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং জেএস

কিন্তু প্রতিরক্ষা সচিব বিজ্ঞপ্তি পারদিওয়ালাও বলেন, কথায় জারি করে বলেন, চার দফায় আগামী দু বছরে বকেয়া মেটানো হবে। এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে আদালত অবমাননার মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট বলে, সরকারের আর্থিক সমস্যা থাকলে তারা আদালতকে তা জানাতে পারত কিন্তু আদালতের রায় বদলে নরেন্দ্র মোদি সরকার এই ব্যাপারে রাখেনি হলফনামার মাধ্যমে তা আদালতের রায় মেনে ওয়ান জমা করার নির্দেশ দিয়েছিল

অবসরপ্রাপ্ত বকেয়া

२० মার্চ কর্মী সেনা অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সুখরব দিল সুপ্রিম কোর্ট। ওয়ান র্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন অবসরপ্রাপ্ত পেনশনের বকেয়া পাওনা আগামী বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচড়ের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার আরও বলেছে, যে সব অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীর বয়স সত্তর পেরিয়েছে তাঁদের বকেয়া মেটাতে হবে আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। যে সব মৃত সেনাকর্মীর পরিবার পেনশন পেয়ে থাকে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে এ বছরের ৩০ জুনের মধ্যে। বাকিদের এক বা একাধিক কিস্তিতে তা মেটাতে হবে আগামী বছরের ২৮ ফ্রেব্র্যারির মধ্যে। বর্তমান হারে প্রাপ্য অর্থের সমান হয়েছিল পেনশনের নয়া ব্যবস্থা প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ হবে। অর্থা অবসরপ্রাপ্ত সেনা কার্যকর ধরা হবে ২০১৪ সাল বিচারপতি আজ দিন তারিখ পরিবর্তন সরকার করতে পারবে পেনশনের অঙ্কে কোনও হেরফের না। আসলে সময়সীমা সরকার হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার গত পাওয়া ছাড়াও বকেয়া প্রাপ্য



কথায় সিল করা খাম জমা

দেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ হোক। এত

কীসের গোপনীয়তা? সরকার ও

গোপনীয়তা থাকতে পারে না।

সেনাদের ওয়ান র্যাঙ্ক, ওয়ান

পেনশন ব্যবস্থায় বকেয়া মেটানো

সংক্রান্ত। গত বছর ডিসেম্বরে

অবসরপ্রাপ্ত

আদালতের

অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের বকেয়া পেনশনের দাবিতে আন্দোলনরত এক কর্মী।

ফটো ঃ পিটিআই

ইচ্ছামতো বদল করায় সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা হয়েছিল। ওয়ান র্যাক্ষ কর্মী যে বছরই অবসর নিয়ে থাকুন না কেন তাঁর পেনশনের অঙ্ক ওই র্যাঙ্কে

ঘোষণা সিদ্ধান্ত কার্যকরের

গত বছর এই সক্রান্ত রায় দেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট বলে, ২০২৩–এর মার্চের বকেয়াও মেটাতে হবে। রায়ে বলা

হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী ও অফিসারদের। আদালতের রায়কে পাশ কাটিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রক দু চার কিস্তিতে বকেয়া মেটানোর সিদ্ধান্ত করায় আদালত সেই মামলায় সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কবে কাদের ফলে চলতি হারে পেনশন পেনশন খাতে বকেয়া মেটাতে

রাহুল, আদানি ইস্যুতে লোকসভা বসেই মুলতুবি रुख़ भिन भामवातुष এককাট্টা বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ রাহুল

আদানি ইস্যুতে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে সরকারকে। শাসক ও বিরোধী পক্ষের এই দুই দাবি নিয়ে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সোমবারও লোকসভার অধিবেশন বেলা দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার জবাব এড়াতে চাইছে। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হচ্ছে। রাহুল গান্ধি সোমবার সভায় ছিলেন না। তিনি আজ থেকে কর্নাটকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করছেন। নিজের রাজ্য কর্নাটকে রাহুলের সফর সঙ্গী হতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়ো রাজসভায় তাঁর ঘরে বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেই রওনা হয়ে যান। লোকসভার অধিবেশন স্থগিত হতেই ১৮টি বিরোধী দল সংসদ চত্বরে জড়ো হয়ে দাবি করে, জেপিসি না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না। লক্ষণীয় হল, সাংবাদিক সম্মেলনে ১৮ দলের নেতারাই পালা করে আদানি ইস্যুতে সরব হয়েছেন। জেপিসির দাবিতে বিরোধীরা যে এককাট্টা সেই বার্তা দিতেই এই কৌশল। তবে তাপর্যপূর্ণ হল, লন্ডন সফরে দেশে গণতন্ত্র নিয়ে রাহুল গান্ধির জেহাদ, বিজেপির ক্ষমা চাওয়ার দাবি নিয়ে কংগ্রেস বাদে বাকি সহযোগী দলগুলি মুখ খুলছে না। সংসদেও এই ব্যাপারে বিরোধীরা বিভাজিত। কয়েকটি দল রাহুল ইস্যুতেও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব। কিন্তু বেশির ভাগেরাই নীরব। বিজেপিও আজ সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছে রাহুলের ক্ষমা চাওয়ার দাবি থেকে তারা সরবে না। দু-পক্ষই নিজেদের দাবিতে অন্ত থাকায় সংসদ

অধিবেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়

দেখা দিয়েছে।

রিজিজুর মন্তব্য

বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তাঁর এই সংবাদমাধ্যমকে মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে দেশের আইনমন্ত্রী হয়ে প্রমাণ ছাড়া কী করে এহেন মন্তব্য করতে পারেন রিজিজু, তা তুলেছেন

জানানো হয়েছে, নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে রিজিজকে।

শনিবার এক সর্বভারতীয় দেওয়া সাক্ষাকারে রিজিজু বলেন, সরব হল বিরোধী দলগুলি। কিছু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, এই ৩–৪ জন। আর কিছু সমাজকর্মী ভারত–বিরোধী চাইছেন করছেন। ওরা

পালন করুক। সরকার এবং মন্ত্রী এইভাবে বক্তব্য রাখতে বিচারবিভাগকে প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত করছে, এমনই দাবি প্রাক্তন বিচারপতিরা। সেই সঙ্গে আইনমন্ত্রীর সাফ হুশিয়ারি, যাঁরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন, তাঁদের চরম মূল্য

মন্তব্য আসতেই রাজ্যসভার সাংসদ

দিতে হবে।

পারেন না। নিজের মন্তব্যের পক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। বিচারপতিদের চরম মূল্য দিতে হবে, এমনভাবে হুমকি দেওয়া যায় না।

সহ একাধিক দলের তরফেই বলার রিজিজুর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ সাফ উচিত রিজিজুর।

অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চঃ ভারত বিরোধীরা। আপের তরফে সাফ আদালত বিরোধী দলের ভূমিকা জহর সরকার বলেন, একজন জানিয়ে দেন, ক্ষমা চাইতে হবে রিজিজকে। সৌরভের মতে, লক্ষ্মণরেখা পার করা উচিত নয় আইনমন্ত্রীর। সুপ্রিম কোর্টকে নিয়ে গোটা ভারত

> সেই আদালতের প্রাক্তন কংগ্রেস, সিপিএম, আপ- আইনজীবীদের ভারত বিদ্বেষী বিষয়টি লজ্জাজনক। সারা প্রকাশ্যে করা হয়।দিল্লির সদ্য নিযুক্ত মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া

অপরাধীরও মানবাধিকার খর্ব করা যায় না ঃ কেরালা হাই কোর্ট

কোচি, ২০ মার্চঃ মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করে কেরলে খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার মেয়ের বিয়েতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিল কেরালা হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, মানবাধিকার মৌলিক অধিকার। দোষী বলেই কোনও ব্যক্তিকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী জয়নন্দন যাতে তার মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে পারে, সে জন্য তার স্ত্রী পুলিস প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান। কিন্তু অভিযোগ, পুলিস বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করছিল। ফলে জয়নন্দনের স্ত্রী হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। এ মামলায় বিচারপতি বেচু কুরিয়েন থমাস বলেন, মেয়ের বিয়ে একটি শুভ অনুষ্ঠান। তাতে কন্যার বাবার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। সে কথা মনে রেখেই আবেদনকারীর স্বামীকে তার মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য প্যারোলের অনুমতি দিচ্ছে আদালত। বিচারপতির নির্দেশ, মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গল ও বুধবার জয়নন্দন নিজের বাড়িতে থাকতে পারবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ওই দু'দিনই তাকে ৫টার পরে জেলে ফিরে যেতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অপরাধীদের অনেক অধিকারই থাকে না। কিন্তু কোনও অপরাধীকে তার মৌলিক

ত্রিপুরায় নয়া সমীকরণ! বিজেপি নয়, স্পিকার সঙ্গেই তিপ্ৰা বাম–কংগ্রেসের



কংগ্রেস, সিপিএম এবং তিপ্রা মোথা জোটের প্রার্থী কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়। ফটো ঃ সংগৃহীত

আগরতলা, ২০ মাচ বিধানসভা ভোটের পর তিপ্রা মোথাকে জোটবার্তা দিয়েছিলেন অমিত শাহ। তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠকও করেছিলেন শাহ। মেনে নেওয়ার ইঙ্গিতও মিলেছিল। কিন্তু তারপরও ত্রিপুরায় তিপ্রা মোথা ও বিজেপির সম্পর্কের বরফ গলল না। বিধানসভার অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনে সেই ফাটল আরও একবার স্পষ্ট হল। কারণ, বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাম–কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধল প্রদ্যো দেববর্মার

বেঁধে প্রার্থী করেছেন কংগ্রেস সক্রিয় বিধায়ক গোপাল রায়কে। পেশায় আইনজীবী গোপালচন্দ্র রায়ের নাম ঘোষণা করেছেন প্রদেশ নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত কংগ্ৰেস সভাপতি সিনহা। তিনি বলেছেন, সিপিএম আগামীদিনে বিভিন্ন ইস্যুতে চাপে ছা।।ও তিপ্রা মোথাও কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন। ৬০ বিরোধী সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন সদস্যের বিধানসভায় বিরোধী দলের বিধায়ক সংখ্যা ২৭। অন্যদিকে শাসকদলের বিধায়ক এদিকে তিপ্রা মোথার চেয়ারম্যান রয়েছে ৩৩। এর মধ্যে আবার প্রদ্যো কিশোর দেববর্মণ রাজ্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের জন্য দলও। ত্রিপুরার বিধানসভা অধ্যক্ষ করেছেন। এদিকে কংগ্রেস বিধায়ক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র নির্বাচনে সব বিরোধী দল সুদীপ রায় বর্মন সংসদীয় সাথে একাধিকবার আলোচনা একজোট হয়েছে। কংগ্রেস, রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার করেছেন। খুব শীঘ্রই মধ্যস্থতাকারী সিপিএম এবং তিপ্রা মোথা জোট কথা ঘোষণা করলেও রাজনীতিতে নিয়োগ হবে বলে আশাবাদী তিনি।

জানিয়েছেন।আগামী ২৪ মার্চ অধ্যক্ষ পদে নির্বাচন। অধ্যক্ষ বীরজিত হলেও বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় পড়তে হবে শাসক জোটকে। দল বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে।

पूरे পणुशात्क পরীক্ষায় বসতে দিল ना मिल्लि विश्वविদ্যालয়

দেখানোয়

মার্চ যুক্ত থাকার দায়ে দুই পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসতে দিল না দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি, দুই দিল্লি শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য আধিকারিক জানান, অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত ২৭ জানুয়ারি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ফ্যাকাল্টি ভবনের বাইরে বিবিসি–র তথ্যচিত্র ইন্ডিয়াঃ দ্য করেছিল এক দল ছাত্র। আর, এই প্রদর্শনীতে সহায়তা করার অভিযোগে দুই পড়ুয়াকে সাসপেন্ড ঘোষণা করেছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। এঁরা হলেন জাতীয় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই–র ন্যাশনাল সেক্রেটারি ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক পড়ুয়া লোকেশ চুগ এবং দ্বিতীয় জন হলেন আইনের পডয়া রবিন্দর। পিটিআই জানিয়েছে, এ নিয়ে গত ১০ মার্চের একটি ম্মারকলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে তাঁরা স্মারক

ঃ ইস্যুর তারিখ থেকে এক বছরের টুইটারে বিবিসি'র মোদি তথ্যচিত্র প্রদর্শনে জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আগামীতে এই সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে ছয় শিক্ষার্থীকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করেননি তিনি। তিনি বলেন, করেছি এবং ছয় শিক্ষার্থীকে কম কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবককেও ডেকেছি। আগামী বিবিসি'র ইন্ডিয়া ঃ দ্য মোদি অংশগ্রহণ করে শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজ করেছে লোকেশ চুগ।

জানিয়েছেন, দেশে গণতন্ত্রের খুন কলেজ বা বিভাগীয_়পরীক্ষা বা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে রাস্তায়, পরে সংসদে আর, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভিডিও ২৭ (তথ্যচিত্রটি) নিষিদ্ধ নয়, ব্লক সাসপেন্ড করেছে বিশ্ববিদ্যালয় জানুয়ারির ঘটনায় জড়িত থাকার করা হযেছে। বিষয়টি এখনও কর্তৃপক্ষ। সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অভিযোগে আরও ৬ জন ছাত্রকে আদালতে বিচারাধীন। এখনো কম কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত আসেনি। কিন্তু, আমাকে অপরাধী ঘোষণা করে শাস্তি দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি, গুজরাট গণহত্যায় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আমরা দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা তুলে ধরে 'দ্য মোদী কোযেন্চেন–১' নামে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করে ব্রিটি**শ** সংবাদ মাধ্যম বিবিসি। যদিও, বিবিসি'র এই তথ্যচিত্রের দিনে আরও পদক্ষেপ নেওয়া ভিডিও লিঙ্কগুলি ইউটিউব এবং হতে পারে। স্মারকলিপিতে টুইটার সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। পরে, কোয়েশ্চেন–কে নিষিদ্ধ বলে দাবি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ করে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না দিলেও সেই তথ্যচিত্র রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ প্রদর্শনী করে কয়েকজন পড়ুয়া। বিবিসি ডকুমেন্টরি প্রদর্শনে তারই অপরাধে কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়

শেয়ারবাজারে, পয়েন্টের 800

কয়েকদিন একটানা বেড়ে চলার পর সপ্তাহের কেনাবেচার প্রথম দিনে ফের ধস নামলো সেনসেক্স ও নিফটিতে। সোমবার এই খবর লেখা পর্যন্ত সেনসেক্সে পতন হয়েছে ৭৯৪.৯১ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটিতে পতন হয়েছে ২৩৮.৭৫ পয়েন্ট। গত শুক্রবার হয়েছিল ৫৭,৯৮৯.৯০ পয়েন্টে। সোমবার বাজার খোলে ৫৭,৭৭৩.৫৫ পয়েন্টে। এখনও পর্যন্ত সেনসেক্সে

পয়েন্ট। একইভাবে শুক্রবার নিফটি হয়েছিল ১৭,১০০.০৫ বন্ধ পয়েন্ট। সোমবার বাজার খোলার সময় নিফটি দাঁড়িয়ে ছিল \$9,066.60 নিফটিতে এখনও পর্যন্ত ডে হাই ১৭,০৬৬.৬০ পয়েন্ট এবং ডে লো ১৬,৮২৮.৩৫ পয়েন্ট। এদিন নিফটির পতনের ক্ষেত্রে ৬০.৪ পতন ঘটেছে ফিনান্সিয়াল স্টকে। আইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে দাম পড়েছে ৪৯.২। তেল ও গ্যাসের এদিনের ডে হাই ৫৭,৮২৯.২৩ শেয়ারে পতন ২৪.৬, অটো

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ বেশ পয়েন্ট। ডে লো ৫৭,০৮৪.৯১ শেয়ারে ১৪.৯, এফএমসিজিতে পতন ১০.৮। নিফটি মেটালের দাম পড়েছে সবথেকে বেশি। এদিন পড়েছে রিলায়েন্স, ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাক্ষ, টিসিএস, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি শেয়ারের। সবথেকে বেশি ফিনসার্ভিসের। সেনসেক্স ও নিফটির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারেও পতন অব্যাহত আছে। নিক্কেই ২২৫-এ পতনের হার ১.৪২, হ্যাং সেং-এ ২.৭৪ এবং এসটিআই সূচক নেমেছে

দ্রুত পদক্ষেপের আরজি জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি বিরোধীদের বিচারপতিকে

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচড। এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আরজি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন ১৩ জন বিরোধী নেতা। ঠিক কী লেখা হয়েছে ওই চিঠিতে? সেখানে দাবি করা হয়েছে, মহারাষ্ট্রের সরকার গঠন ও রাজ্যপালের ভূমিকা সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন ট্রোলিং আর্মি প্রধান

ট্রোলিংয়ের শিকার হচ্ছেন দেশের অভিযোগ, এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিচারাধীন বিষয়ে শুনানি চলাকালীন মহারাষ্ট্রের সরকারের সমর্থনেই ওই ট্রোল করা হয়েছে। রীতিমতো নোংরা ও শোচনীয় পর্যায়ের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সোশ্যাল মিডিয়া লক্ষ লক্ষ নেটিজেনের সামনেই এভাবে প্রধান বিচারপতিকে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের। চিঠিটি লিখেছেন কংগ্রেস বিচারপতিকে ট্রোল করতে শুরু সাংসদ বিবেক তঙ্খা। তিনি

বিরোধী নেতাদের ছাড়াও চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন আরও ১২ জন।

তাঁদের মধ্যে দিশ্বিজয় সিং-সহ কংগ্রেসের অন্য নেতাদের পাশাপাশি আপ, শিব সেনা ও সমাজবাদী পার্টির নেতানেত্রীরা

জানা যাচ্ছে, ওই শুনানি ছিল বিধানসভায় হওয়া আস্থা ভোটে রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির ভূমিকা কী ছিল তা নিয়ে। আর সেখানেই এমন ট্রোলিংয়ের অবিযোগ উঠল প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে।

জেলায় জেলায়

মালদহ থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে বিহারে দেদার মাদক পাচার

প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে মাদক পাচার করা হচ্ছে। মর্শিদাবাদের দিয়ে নিয়মিত নিয়ে পেরেছে পুলিস পাচারকারীরা পর্যটকের বেশে বিভিন্ন হোটেলে

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীযা প্ৰকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

দৰ্শন

ইতিহাস

ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ সুশোভন সরকার

ঃ রামশরণ শর্ম

ঃ সুনীল মুন্সী

ঃ তপতী দাশগুপ্ত

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ভ. দ. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

ঃ এ. বি. বর্ধন

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ

দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

রাসয়নিক মৌল কেমন করে

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ইতিহাস অনুসনন্ধান

CAA, NRC, NPR

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

বিজেপির স্বরূপ

মানছি না

ঠিকানা : কলকাতা

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মালদহের কালিয়াচক থেকে ভাগলপুরে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি পলিস নিউ ফরাক্কার একটি হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর সকলের বিহারের ভাগলপুরের মোজাহারপুর থানা রাত কাটাচ্ছে। তারপর সুযোগ এলাকায়। তারা কালিয়াচক

যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পুলিস জানিয়েছে ধতরা পর্যটক সেজে উঠেছিল। ভিত্তিতে তাদেরকে হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছে থাকা একটি কালো ব্যাগ থেকে তিনটি প্যাকেটে প্রায় ৩৫০ গ্রাম হেরোইন, মোবাইল ও কিছু টাকা উদ্ধার করা হয়। মালদহের কালিয়াচক থেকে হিরোইন নিয়ে এসে হোটেলে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার উঠেছিল ধৃত চার যুবক।

জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য সুগার তার বাডিতে লুকিয়ে পেয়েছে বলে জানা গেছে। ওই রেখেছিল।

থেকে মাদক নিয়ে বিহারে চার যুবক হেরোইনগুলি ভাগ করে চারজন চারদিকে বিক্রি করতে যেত বলেও তারা পলিসকে জানায়। আরও জানায় তারা এই কাজ দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল। মালদহের কালিয়াচকে মাদক কারবারিদের রমরমা ব্যবসা চলছে বলে দাবি পলিসের।

গত ৫ জানুয়ারি প্রায় ৪ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ করে কালিয়াচক থানার পুলিস। ধৃত ওই চার যুবককে পুলিস অভিযুক্ত পাচারকারী ব্রাউন

চরে প্রহরা, মুদ্রা ফিরিয়ে দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা



নদীর চর ঘিরে রেখেছে পুলিস ও প্রশাসন।

সংবাদদাতা : ক'দিন আগেই ওই নদীর চর থেকে সোনার মুদ্রা মিলছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ সোনার খোঁজে নদীতে ভিড় জমাতে নজরে

90.00

96.00

90.00

\$00.00

200,00

\$60.00

\$60.00

₹60.00

₹60.00

নদীর চরে মুদ্রা পাওয়ার ঘটনায় ৬৮টি মুদ্রা উদ্ধার করেছে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী শিবির। সেখানেই পুলিস প্রশাসন ২৪ আধিকারিকদের মত। ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছে।

যান মুরারই ১ ব্লকের আধিকারিক দফতরের আধিকারিকরা। জেলা পুলিসের এক আধিকারিক বলেন, ''গ্রামের যে সমস্ত মানুষ মুদ্রা পেয়েছিলেন তাঁরা নিজেরাই থানায় জমা দিয়ে যাচ্ছেন।'' ক'দিন আগেই ওই প্রণব চট্টরাজ বলেন, পুলিসি নদীর চর থেকে সোনার মুদ্রা মিলছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ সোনার খোঁজে নদীতে যায় কি না সেই বিষয়টি গুরুত্ব ভিড় জমাতে শুরু করেন। দিয়ে দেখা হচ্ছে।

নজরে আসতেই প্রশাসনের জায়গাটি ঘিরে দেওয়া হয়। প্রাচীন মুদ্রার সংরক্ষণের দাবি তোলেন অনেকেই। গ্রামে প্রচার শুরু করে পুলিস। গ্রামবাসীরা জানান. পুলিস প্রশাসনের আসতেই জায়গাটি ঘিরে দেওয়া অনেকেই নিজেদের পাওয়া মুদ্রা থানায় জমা দিয়েছেন। মাইনিং দফতরের আধিকারিকেরা মাটি সংগ্রহ করেছেন। প্রশাসন সূত্রে পুলিস। পারকান্দি গ্রামের কাছে জানা গিয়েছে, মুদ্রাগুলি হাতে বাঁশলৈ নদীর ওই একশো মিটার তৈরি করা। কোথা থেকে এল এই জায়গা ঘিরে রেখেছে পুলিস। বিষয়ে নিয়ে যথাযথ গবেষণার

পারকান্দি গ্রামের লোটন শনিবার এলাকা পরিদর্শনে মাল, জয়দেব মালরা বলেন. ''যাঁরা মুদ্রা পেয়েছিলেন সকলেই থানায় জমা দিয়ে আসছেন। কারণ প্রাচীন মুদ্রা সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। এদিন ছয়টি মুদ্রা থানায় জমা দিয়েছি।'' বিডিও (মুরারই–১) প্রহরায় রাখা হয়েছে জায়গাটি। কোনও প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া

বোলপুরের সব মৌজায় জমি মণীশের

নি**জস্ব সংবাদদাতা** : এবার

জমি জটে জড়াল অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারির নামও। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বোলপুরের বুকে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকার জমি কিনেছিলেন তিনি। এবার এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল ভূমিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে। মণীশ কোঠারি ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে ইডির হাতে। ইডি সূত্রে খবর, তিনি অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধেও মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন অনেক তথ্যও। কিন্তু, শুধুই কি অনুব্রতর হিসাবরক্ষক হিসেবেই কাজ করেছেন মণীশ? না কি অনুব্রতর গরু পাচারের টাকা লেনদেনের পাশাপাশি নিজেও পেয়েছিলেন মোটা টাকার ভাগ। এমন প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। কারণ, মণীশ কোঠারির সম্পত্তির পরিমাণ দেখলে চক্ষুচড়ক গাছ হতে পারে সকলের।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধু বোলপুরের রূপপুর মৌজা, গোপালনগর মৌজা. কংকালীতলা মৌজা, দারকানাথপুর মৌজা, সুরুল মৌজা–সহ বোলপুরের প্রায় সব মৌজাতেই রয়েছে মণীশ কোঠারির জমি। যার বাজারমূল্য হিসেব করলে দাঁড়ায় আনুমানিক ১৫ কোটির বেশি। আর এই সব জমিই তিনি কিনেছেন ২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত। ম্বাভাবিকভাবেই জমির এই তথ্যের পর প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে মণীশ কোঠারিকে নিয়েও।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ২০২২ সাল থেকে অনুব্রত মণ্ডলের অ্যাকাউন্টের হিসেব সামলেছেন মণীশ। দেখা যাচ্ছে, হিসাব সামলানো যাঁর দায়িত্ব, তিনিই নিজে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত। ফলে জেলা তৃণমূলের একাংশ মনে করছে, হিসাবরক্ষক নিজে ডুবেছেন সঙ্গে তাঁর ক্লায়েন্ট অনুব্রত মণ্ডলকে ডুবিয়েছেন। তাঁদের মতে, মণীশের প্রতি বিশ্বাস রেখে ডুবেছেন অনুব্রত। কারণ দলের সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন কেষ্ট মণ্ডল। আর তাঁর অগোচরেই এই বিশাল সম্পত্তি গড়েছেন মণীশ।

কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

অনুব্রতর কোটিপতি রাঁধুনির বাড়ি দেখে হতবাক

নিজম্ব সংবাদদাতা : বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্ৰত গ্রেপ্তার হওয়ার পর একাধিক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে। বিস্ফোরক তথ্য সামনে জড়িয়েছে ঘনিষ্ঠ অনুব্রত একাধিক ব্যক্তির। সে সকল ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মনিশ কোঠারি, ঠিক সেইরকমই রয়েছেন তার রাঁধুনি বিজয় রজক। ইতিমধ্যেই বিজয় রজককে। দিল্লির ইডি'র দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তার কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি রয়েছে বলে অভিযোগ। তবে অভিযুক্ত বিজয় রজকের বাড়ি একেবারে ভিন্ন চিত্র। কোটিপতির বাড়ি যে এমন হতে পারে তা হয়তো ভাবাই যায় না।

দেখলে চোখে জল আসবে। তাহলে এত এত টাকার মালিক হল কি করে।

বিজয় রজকের বাবা একটি লন্ড্রি চালান। যেখান থেকে প্রতিদিন ২০০ থেকে ৪০০ টাকার রোজগার হয়। মা সাধারণ একজন গৃহবধৃ। বিজয় রজকের বাবা মদনলাল রজক দাবি করেছেন, তার ছেলে কোনরকম অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। পার্টি অফিসে যেতেন এবং সেখানে নেতারা তার বিভিন্ন নথিপত্র নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সই করাতেন। বিজয় সবকিছু করতো কেবলমাত্র কাজ টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু গরু পাচারের টাকা, এসব সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। বিজয়

বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে করা হচ্ছে। কারণ তার বাড়ি ২০ বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল এবং বাড়ির নিচের যদিও সদ্য তৈরি হওয়া দোতলার অবস্থা ভালো। বিজয় রজকের বাবার পাশাপাশি তার মাও দাবি করেছেন বিভিন্ন ছলনায় তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

রজকের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, হঠাৎ করে ইডি তলব করার পর দিল্লি যাওয়ার হয়েছে শ্যালকের কাছে। যে টাকা দিয়েই বিমানের টিকিট বুক করা হয়। পরিবারের এই দাবির পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি চক্রান্তের শিকার বিজয়

ইউটিইউসি'র সপ্তম নদিয়া জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইউটিইউসি'র সপ্তম আরএসপি'র জেলা সম্পাদক শংকর সরকার নদিয়া জেলা সম্মেলন সোমবার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হল। আরএসপি'র জেলা কার্যালয়ে মাখন পাল সভাকক্ষে তাপস দাস চৌধুরী মঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৮৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ইউটিইউসি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক ভৌমিককে সম্পাদক করে ১৩ জনের জেলা দীপক সাহা, জেলা সম্পাদক সুবীর ভৌমিক, কমিটি গঠন করা হয়।

প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শ্রমকোড বাতিল করতে হবে, পলাশী সুগার মিল চালু করতে হবে, সমস্ত সরকারি পদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে এই সম্মেলনের বক্তারা সরব হন। সম্মেলন শেষে জোববার আলি শেখকে সভাপতি এবং সুবীর

লটারির পুরস্কার জিতে অনুব্রতকে বিক্রি, এক রাজমিস্ত্রিকে তলব ইডি'র

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগেও ইডি তাদের দিল্লির অনুব্রতের লটারি জেতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বেশ কয়েক নুর আলির বাড়িতে পর একাধিক লটারির টিকিট অভিযোগ আসে।

গরু পাচার মামলায় বীরভূমের তৃণমূল জেলা অনুব্ৰত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল–সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের পাঠাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার বোলপুরের এক রাজমিস্ত্রিকে তলব করল ইডি। শুক্রবারই চিঠি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন তপন বিশ্বাস বলে ওই রাজমিস্ত্রি।

বোলপুরের বাসিন্দা রাজমিস্ত্রি। স্থানীয় সূত্রে খবর, লটারির টিকিট কেটে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। পরে সেই টিকিট অনুব্রত মণ্ডলের

পরিচারক বিশ্বজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মুনকে বিক্রি করেছিলেন (পরে এই মুন কাউন্সিলরও হন)। টিকিট বিক্রির টাকা অনুব্রত নগদে বিষয়ে জানতেই পেশায় ওই রাজমিম্লিকে ইডির তলব বলে

নিয়ে ওই রাজমিস্ত্রি তিনি ইডি'র চিঠি আগামী ২৮ মার্চ তপনকে পেয়েছেন। তবে কেন চিঠি

তাঁর কথায়, কেন ইডির চিঠি লটারির সরাসরি আমি মুন নামে এক জনকে টিকিট বিক্রি করেছিলাম। ২৬ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। তিনি এ–ও জানান, চিকিৎসার জন্য ওই টাকা খরচ করেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও অনুব্রতের লটারি প্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বেশ কয়েক কিনে নেন বলে দাবি। ওই মাস আগে বীরভূমের শিমুলিয়া গ্রামের আলির একাধিক লটারির কেনার

ফসলের স্বস্তি এনে দিয়েছে, হাসি কৃষকের মুখে

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings: Rs.15.00 Rise of Radicalsm in Bengal in the 19th Century: Satyendranath Pal Rs. 190.00 Peasant Movement in India

19th-20th Centuries: Sunil Sen Rs. 90.00 Political Movement in Murshidabad 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00 Forests and Tribals: N. G. Basu Rs. 70.00

Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana: Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩ আব্দুল অলিল : শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতে বৃষ্টি ফসলের স্বস্তি এনে দিয়েছে। হাঁসি ফুটেছে কৃষকের

এই বৃষ্টির কারণে ডাল, তৈল জাতীয় ফসল, বোরো ধান, শাকসবজি, আম, লিচু জাতীয় ফলের সজীবতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে কৃষকেরা। গ্রামীন অঞ্চলে কৃষিই বেশিরভাগ মানুষের আয়ের উৎস। এখন চলছে ডাল, তৈল, বোরো ধান চামের মৌসম, পাট বোনার জমি তৈরির কাজ। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ার জন্য আম ও লিচু সহ বিভিন্ন ফলের মুকুল ঝরে পড়ছিল। এই বৃষ্টি আম ও লিচুর ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এখানকার কৃষক আউশের চেয়ে বোরো ফসলের ওপর বেশি নির্ভরশীল। বোরোর অন্যতম উপকরণ সেচ। এই সেচ ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় জলের স্তর নিচে নেমে যায় ফলে শ্যালো নলকুপ দিয়ে জল ওঠা কমে এসেছিল। আগামীতে সেচের অভাব আরও তীব্রতর হতো। কিন্তু এই বৃষ্টি ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ঠিক রাখতে। সাহায্য করবে, তাই কৃষকেরা খানিকটা আশার আলো দেখছে।

এছাড়া চলতি মৌসমে ঝিঙে, কুমড়ো, চাল কুমড়ো, উচ্ছে, টেঁড়স, বরবটি, শাকজাতীয় ফসল এবং তরমুজের ফলন



শনিবার ও রবিবার বৃষ্টির পর কৃষকের স্বস্তি। ফটো : প্রতিবেদক

উৎপাদনে সাহায্য করবে। বোরো ধান তথা মাঠের ফসলের জন্য মুহূর্তে বৃষ্টি খুবই প্রয়োজন ছিলো। রবিবারের বৃষ্টির ফলে ফসলের ভালো উৎপাদন আশা করা যাচ্ছে। তরমুজ চাষীরা এর ফলে সুবিধা পাবে। এছাড়াও বৃষ্টির কারণে আমের গুটি ঝড়া হ্রাস সহ ফলন বৃদ্ধি পাবে। বেলগড়িয়া এলাকার বোরোধান চাষি নিমাই ঘোষ বলেন, এ বৃষ্টি আমাদের কাছে আশীর্বাদ। এতে ধানের চারা তাড়াতাড়ি বড় হবে। টাকা খরচ করে ১০-১২ দিন সেচ না দিলেও চলবে।

আর এক কৃষক কাদের আলী বলেন, এ বছর শুষ্ক মৌসমের শুরু থেকে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ফসলি জমি শুকিয়ে আছে। গাছ বৃদ্ধি কম হয়েছে। বৃষ্টি হওয়ায় গাছ ও ফসলের জন্য ভালো হয়েছে। প্রকাশ গোলদার বলেন দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকিয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধূলো শিশু থেকে বয়স্কদের শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করছিল। কিন্তু এই বৃষ্টি রাস্তার ধুলোবালি কমিয়ে দেবে।

গুমা এলাকার এক কৃষক বলেন, দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃষ্টি হওয়ায় ফসলের বিভিন্ন রকম ক্ষতিকর পোকা মারা যাবে। নদীয়ার ঝিকরে এলাকার তরমুজ চাষিরা জানান, জমি শুকনো থাকায় প্রতিদিন তরমুজ গাছে জলের প্রয়োজন হয়। বৃষ্টি হওয়াতে একটু স্বস্তি পাওয়া গেছে। গাছ ও তরমুজের জন্য ভালো হয়েছে। বৃষ্টি ফসলের জন্য কল্যাণকর। হঠাৎ এ বৃষ্টি ফসলের জন্য আশীর্বাদ। এতে উপাদন খরচ কমবে। পাট সহ বিভিন্ন ফসলের ফলন বাড়বে। আম, লিচু দ্রুত বাড়বে এবং

ইরাক যুদ্ধের ২০ বছর

ছিল করেন যুদ্ধ

২০০৩ সালের ১৯ মার্চ ইরাকে এই জরিপ চালিয়েছে। অবশ্য বিমান হামলা এবং ২০ মার্চ থেকে এখনো ২৬ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ততীয়াংশ আমেরিকানের সমর্থন ছিল। কিন্তু ইরাক যুদ্ধের ২০ বছর সপ্তাহে আঠারোধ্ব ১ হাজার ১৮ যায়, এখন ৬১ শতাংশ জরিপ চালানো হয়। এতে আরও আমেরিকানই ইরাক আগ্রাসনকে করেন। অনলাইন সংবাদ মাধ্যম মনে করেন, এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকে

এক্সিয়স ও জরিপ সংস্থা ইপসস ও ৫৮ শতাংশ রিপাবলিকান ইরাক আগ্রাসনের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মনে করেন। গত জন আমেরিকানের ওপর এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৭ শতাংশই

কোনোভাবেই নিরাপদ করেনি। চান। গত দই দশকে জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওয়াশিংটনের সার্বিক মনযোগ যুক্তরাষ্ট্রকে আরও নিরাপদ করেছে বলে মনে করছেন ৫৪ শতাংশ আমেরিকান। ইরাকের হোসেনের

ডেস্ট্রাকশন) আছে জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগে দেশটিতে আগ্রাসন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। বৈশ্বিক নেতৃত্বে থাকুক, প্রায় চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন তিন–চতুর্থাংশ আমেরিকানই তা সামরিক জোট ন্যাটো। এই যুদ্ধের প্রতি অধিকাংশ প্রাথমিক সমর্থন ছিল তকালীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ওপর ভিত্তি করে। ইরাক বডি কাছে সংস্থার হিসাবমতে, ওই আগ্রাসন ২০১১ সালে আংশিক সেনা

ইরাকে ২ লাখ ১০ হাজার ইরাকিদের মুক্ত ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৩ সালে ওই আগ্রাসন আজকের ইরাক সেই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। আগ্রাসনের প্রশাসনের এ ধরনের মিথ্যা দাবির ফলে চরম অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে ইরাক। দেশটি সন্ত্রাসবাদের কাউন্ট প্রজেক্ট নামের একটি উৎসস্থলে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গণবিধ্বংসী অস্ত্র (উইপনস অব ও তৎপরবর্তী মার্কিন দখলদারত্বে প্রত্যাহার করে নিলে ইরাকের দেশটিতে ৪ হাজার ৪৮৭

উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

ইরাকে বর্তমানে আড়াই চালানো হলেও হাজারের মতো মার্কিন সেনা রয়েছে। যদিও তিন বছর আগেই তাদের ইরাক ছা।তে বলেছিল দেশটির সরকার। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের ২০১৯ সালের তথ্য–উপাত্ত অনুযায়ী, ইরাকে যুদ্ধের পুরোটা সময়

আমেরিকান সেনা নিহত হন।

যুদ্ধের প্রতি যাঁরা সমর্থন দিয়ে আসছেন অথবা বিরোধিতা করে আসছেন কিংবা এ বিষয়ে যাঁরা নিজেদের অবস্থান করেছেন–এই তিন ধরনের লোকদের মধ্যে যদ্ধের বিষয়ে কাদের অবস্থান সঠিক, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে জরিপে অংশ নেওয়া শতাংশই। আরটি

সম্প্রতি ইরাক যুদ্ধের পক্ষে অবশ্য শুরু থেকেই ইরাক সাফাই গেয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। তিনি দাবি করেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন হামলা অনেক বেশি যৌক্তিক ছিল। ব্লেয়ারের এমন সাফাই অবশ্য নতুন নয়। আগেও পৌঁছাতে পারেননি তিনি যুদ্ধের পক্ষে এ রকম সাফাই

মস্কো গেলেন সি

वालाउनार

মম্বো ও বেইজিং, ২০ মাৰ্চ(এএফপি) ঃ চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের রাশিয়া সফরে ইউক্রেনের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বেইজিংয়ের দেওয়া নির্ধারিত প্রস্তাব নিযে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় ঘুরেফিরে যেভাবেই হোক ইউক্রেন প্রসঙ্গে তাদের



রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং

উত্থাপিত আসবে। আর রাশিয়ার পক্ষ (বেইজিংয়ের) বিষয়গুলো আলোচনায় চলেই থেকে নিজেদের অবস্থান বিস্তারিত

তুলে ধরবেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির রাজধানী মস্কোতে পৌঁছেছেন। পুতিন।

সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৫৯ মিনিটে চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তিন দিনের সফরে রাশিয়ায় পৌছেছেন।

চিনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশন জানান, স্থানীয় সময় বিকেলে বিশেষ উড়োজাহাজে করে সি চিন পিং রাশিয়ার

তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পুতিন আরও বলেন, চিনের

স্নায়ুযুদ্ধ

সি–এর সফরের প্রাক্কালে চিনা

সংবাদপত্রের জন্য লেখা এক

পুতিন

বেইজিংয়ের মধ্যে

যুগোর

নিবন্ধে

মস্কো

রাজনৈতিক

હ

নেতার সঙ্গে বৈঠক নিয়ে তাঁর অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।

ঘোষণা বুধবারও শক্তি

২০ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা না– করা নিয়ে চরম নাটকীয়তা এর মধ্যে চলছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ইমরান। আগামী বুধবার মিনার–ই–পাকিস্তান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে ইমরানের তেহরিক–ই– পাকিস্তান (পিটিআই)। খবর জিও টিভির। পাকিস্তানে

রাজনৈতিক অস্থিরতা অচলাবস্থার মধ্যে মিনার–ই– পাকিস্তান কর্মসূচির মাধ্যমে ইমরান খান নতুন করে শক্তি দেখাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছরের এপ্রিলে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতা হারানোর পর দেশজুড়ে লংমার্চ করে নিজের রাজনৈতিক শক্তি ও জনপ্রিয়তা

দেখিয়েছেন পিটিআইপ্রধান ইমরান খান। রবিবার লাহোরে বড ধরনের



ইমরান খান

রাজনৈতিক সমাবেশ করতে চেয়েছিল পিটিআই। তবে দলটির এই কর্মসূচিতে বাধা হয়ে দাঁড়ান লাহোর হাইকোর্ট। তাই শেষ মুহূর্তে সমাবেশ স্থগিত করা হয়। রবিবার ই নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেন ইমরান। জানান, আগামী বুধবার মিনার–ই–পাকিস্তান নামে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। এর আগে গত শনিবার ব্যাপক হট্টগোলের ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজির হন ইমরান খান। এ সময় তোশাখানা মামলায় ইমরানের বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্থগিত

আদালত চত্বরের বাইরে পুলিস ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৩০ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন রেখেছেন আদালত। পরবর্তী শুনানির দিন ইমরানকে আবার হাজির হতে আদেশ দেন

ইমরান যখন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দিতে যান তখন লাহোরের জামান পার্কে তাঁর বাসভবনে অভিযান চালায় পাঞ্জাব পুলিস। বলা হয়, অভিযানে ইমরানের বাসা থেকে অ্যাসল্ট রাইফেল ও বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযান চালাতে গেলে ইমরান সমর্থকদের সঙ্গে পুলিসের পিটিআইয়ের জ্যেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট ফাওয়াদ চৌধুরী বলেছেন, জামান পার্কে চালানো পুলিসি অভিযান অবৈধ। তাই এই অভিযানের সঙ্গে সম্পুক্ত সব পুলিস সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করবে তাঁর দল।

আমরাত বাশার সংযুক্ত আরব সফরে আসাদ

দুবাই, ২০ মার্চ (রয়টার্স) ঃ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ রবিবার রাষ্ট্রীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) যান। বাশার আল আসাদ এমন এক সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গেলেন, যখন বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র দামেস্কের বিচ্ছিন্নতা সহজ করার ব্যাপারে উদার হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্ত্ৰী আসমা আল আসাদকে সঙ্গে উন্যোজাহাজে সংযুক্ত আরব রাজধানী আমিরাতের আবুধাবিতে যান বাশার আল আসাদ। তাঁদের বহনকারী উড়োজাহাজকে আকাশেই অভ্যর্থনা জানায় আমিরাতি যুদ্ধবিমান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আবুধাবিতে



সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। ফটো ঃ রয়টার্স

আসাদকে কামানের তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রীয় সালাম দেওয়া

সংযুক্ত করেন আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ

পৌঁছানোর পর বাশার আল হয়। পরে তাঁর সঙ্গে বৈঠক মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।

বাশার আল আসাদের

সঙ্গে বৈঠক নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁরা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। গত বছরও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গিয়েছিলেন বাশার আল আসাদ। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর এটাই ছিল কোনো আরব রাষ্ট্রে তাঁর প্রথম সংযুক্ত আমিরাতে বাশার আল আসাদের আগের বারের চেয়ে এবারের সফরে আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করা যায়।এর আগে বাশার আল আসাদ গত মাসে ওমান সফর করেছিলেন। তিনি চলতি মাসের শুরুতে রাশিয়া সফর করেন।

রেডে

করেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট।

লাইল্ল, ২০ মার্চ ঃ ক্রান্তীয় বুর্ণিঝ। ফ্রেডির আঘাতে দক্ষিণ– পূর্বাঞ্চলীয় আফ্রিকার তিন দেশে নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২২। মালাবি, মোজান্বিক ও মাদাগাস্কারের কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত ালাবির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গত শনিবার জানায়, দেশটিতে নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৩৮। ঘূর্ণিঝড়ে দেশটির হাজারো মানুষ গৃহহীন হয়েছে। মালাবির প্রেসিডেন্ট চাকভেরা বৃহস্পতিবার দেশটিতে ১৪ দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন। প্রতিবেশী মোজান্বিকে ঘূর্ণিঝড়ে কমপক্ষে ৬৭ জন নিহত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত



বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বলছে. ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ফ্রেডি ইতিহাসের ফটো ঃ রয়টার্স সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে।

হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। এ মালাবি ও মোজাম্বিক উভয় দেশে বিষয় নির্ধারণে একটি বিশেষজ্ঞ প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে প্যানেল গঠন করেছে বিশ্ব পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কার ঘূর্ণিঝড়ে অন্তত ১৭ জন নিহত

আবহাওয়া সংস্থা বলছে, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ফ্রেডি ইতিহাসের সবচেয়ে হানে মোজাম্বিক উপকূলে।

আবহাওয়া সংস্থা। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ–পূৰ্বাঞ্চলীয় আফ্রিকায় প্রথম আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডি। একবার চলে গিয়ে নতুন শক্তি নিয়ে এটি আবার গত ১১ মার্চ আঘাত

মারিউপোল, ২০ মার্চ (বিবিসি) যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীতে রাতে গাডি চালিয়ে ইউক্রেনের মারিউপোল শহর প্রথম সফর করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। যুদ্ধের প্রথম দিকে রুশ বাহিনী যখন এ বন্দরনগরী ঘিরে রেখেছিল, সে সময় দুই পক্ষের ল।াইয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল শহরটি। পুতিন মারিউপোলের যে পথ দিয়ে গেছেন, তার একটি অংশ স্থান। এখানকার মতো অন্য চিহ্নিত করেছে বিবিসি। তাঁর এ কোনো শহর বিধ্বস্ত হয়নি। অন্য যাত্রাপথের বেশ কয়েকটি জায়গা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। কয়েক মাসের লড়াই শেষে গত শহরে এত বেশি বোমা বর্ষণ করা বছর মে মাসে শহরটি দখলে নেয় হয়নি। তিনি এখানে নিজে রুশ বাহিনী। রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, সিটি কনসার্ট হলের দিকে যাওয়ার সময় পুতিন তাঁর এক চালিয়ে যাওয়ার পথের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করছেন। কিছু স্থান চিহ্নিত করেছে বিবিসি। ক্রেমলিন বলেছে, গত শনিবার রাতে এ সফর করেছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং তিনি

স্বতঃস্ফুর্তভাবে শহরটি ঘুরে

দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মারিউপোলের নিৰ্বাসিত ইউক্রেনিয়ান মেয়র ভাডিম বয়চেক্ষো বিবিসিকে বলেছেন, মারিউপোল পুতিনের কাছে বিশেষ আগ্রহের। কারণ, এখানে যা ঘটেছে, সেটাই শহরটিকে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে মারিউপোল পুতিনের জন্য একটি প্রতীকী কোনো শহরই এত বেশি দিন অবরুদ্ধ ছিল না। অন্য কোনো এসেছেন, তিনি কী করেছেন, সেটা দেখতে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের গাড়ি পুতিন কুপরিনা স্ট্রিট দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেছেন মাইরু অ্যাভিনিউয়ে। তারপর গেছেন মেতালারহিভ অ্যাভিনিউয়ে,

যা যা দেখলেন

যেখানে রয়েছে ফিলহারমোনিক কনসার্ট হল। প্রকাশিত ফটেজে পরে তাঁকে ওই হল পরিদর্শন করতে দেখা গেছে। গাড়িতে পুতিনকে দেখা গেছে কালো টুপি পরা এক ব্যক্তির সামনে বসে থাকতে। রুশ গণমাধ্যম বলছে, ওই ব্যক্তি রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী মারাত খুসনুলিন।

মাইরু অ্যাভিনিউ দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁ পাশে পাখির ভাস্কর্য দেখা গেছে। সেটা ছিল মারিউপোলের স্বাধীনতা চত্ত্বর। ফুটেজে দেখা যায়নি, তবে এর সামনে ডান পাশে রয়েছে মারিউপোলের তিন মাতৃসদন হাসপাতাল।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধ আখ্যায়িত করেছিলেন। তবে রাশিয়ার লন্ডন চলা শেষ করেছেন থিয়েটার দূতাবাস দাবি করেছিল, ওই স্কয়ারে পৌঁছানোর আগে। ওই হাসপাতালটি আর ব্যবহৃত চত্ত্বরেও ভয়াবহ বোমা হামলা



মারিউপোলে নবনির্মিত আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ফটো ঃ এএফপি

করছিল ইউক্রেনের আধা সামরিক বাহিনী আজভ রেজিমেন্ট। সালে 2058 আত্মপ্রকাশ করা রেজিমেন্ট পরবর্তী ইউক্রেনের ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল।

পুতিন মাইরু অ্যাভিনিউয়ে

ধসে পড়েছিল। ওই হামলার কথা অস্বীকার করে এর জন্য আজভ ব্যাটালিয়নকে দায়ী করেছিল রুশ কর্তৃপক্ষ। গত ডিসেম্বরে নির্বাসিত নগর কর্তৃপক্ষ জানায়, রুশ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ধ্বংসাবশেষও সরিয়ে ফেলছে।

ফুটেজে দেখা গেছে, হেঁটে একটি নতুন আবাসিক এলাকা পরিদর্শন করছেন পুতিন। ধারণা এলাকাটি করা হচ্ছে, হচ্ছিল না। উল্টো সেটা ব্যবহার হয়েছিল। বোমা হামলায় ভবনটি মারিউপোলের নেভস্কি অঞ্চল। এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে

তাঁকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছিলেন খুসনুলিন। তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে পুনর্নির্মাণ কাজের পরিকল্পনাও তুলে ধরছিলেন। তাঁকে সাধারণ লোকজনের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা গেছে। রুশ গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, ওই ব্যক্তিরা স্থানীয় বাসিন্দা।

নেভস্কি এলাকাটি মারিউপোলের পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে নতুন করে ডজনখানেক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক তৈরি করা হয়েছে। এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে নেভা নদীর নাম অনুসারে। প্রেসিডেন্ট পুতিনের নিজের শহর সেন্ট পিটার্সবার্গ নেভা নদীর তীরেই অবস্থিত।

মেয়র বয়চেক্ষো বলেন, শহরের উপকণ্ঠে রাশিয়ানরা অনেক ভবন নির্মাণ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁরা এগুলো তৈরি করেছেন এটা দেখাতে যে

সত্য প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাঁরা মিথ্যা বলছেন। তাঁরা এ মিথ্যা আনতে কমপক্ষে ২০ বছর

মারিউপোলের বাসিন্দারা নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে, আরেক দিকে রুশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত অনেক ভবন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে, রাশিয়ার হামলায় মারিউপোলের ৯০ শতাংশের মতো আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। ফুটেজের আরেক অংশে

প্রেসিডেন্ট পুতিনকে মারিউপোলের একটি কনসার্ট হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা গেছে। রুশ গণমাধ্যম বলছে, এটা ফিলহারমোনিক স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করছেন রুশ কনসার্ট হল। ওই হলের ভেতরের প্রেসিডেন্ট পুতিন।

তাঁরা যেসব বলছেন, তা যেন চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তা সঠিক দেখা গেছে। এটা সেই ভবন, যেখানে আটক ইউক্রেনীয় বলছেন যে তাঁরা এই শহরকে সেনাদের বিচার করা হবে বলে মুক্ত করতে এসেছেন। বাস্তবে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সতর্ক করা তাঁরা এটাকে ধ্বংস করেছেন। এ হয়েছিল। গত আগস্টে সোশ্যাল শহর আর অবশিষ্ট নেই। শহরকে মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে যায়, মঞ্চের পেছনে বন্দী রাখার গরাদখানা বানানো হয়েছে। তবে পরে আর সেই বিচার হয়নি। রুশপন্থী ইউক্রেনিয়ান এমপি বিবিসিকে বলেছেন, এক দিকে ভিক্টর মেদভেদচুকের বিনিময়ে ছাড়া পেয়েছিলেন ৫৫ জন ইউক্রেনিয়ান। কনসার্ট হলের ভেতরের নতুন ফুটেজে দেখা গেছে, ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা পরিবর্তন করা হয়েছে। সেখানে বন্দী রাখার গরাদখানাও

> ফুটেজের আরেক অংশে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাসি বাহিনীর কাছ থেকে শহরের দখল ফিরিয়ে নেওয়া সোভিয়েত সেনাদের স্মরণে নির্মিত একটি

प्रफ़ प्रेंकि

নিজম্ব প্রতিনিধি ঃ আইএসএল ট্রফি ঘুরল জনতার কাঁধে। অনুষ্ঠান শেষে ভাঙা হাটে মোহনবাগান মাঠ তখন সবুজ-মেরুন জনতার দখলে। মঞ্চে তখনও রাখা ছিল আইএসএল ট্রফি। সেই ট্রফি তাঁবুতে ফিরল সমর্থকদের কাঁধে চেপে।

ফাঁকা মঞ্চে প্রথমে কয়েক জন আধা, মাঝারি কর্তা উঠছিলেন ট্রফি দেখতে, ছবি তলতে। তাঁদের দেখাদেখি সমর্থকরাও গ্যালারি থেকে মাঠে ঢকে গেলেন কাছ থেকে ট্রফি দেখতে। ভিড় হয়ে যাওয়ায় কয়েক জন উঠে গেলেন মঞ্চে। কয়েক সেকেন্ডে মঞ্চের দখল নিয়ে নিল সবুজ মেরুন জনতা। প্রথমে কিন্তু কিন্তু ভাব করে ট্রফি হাতে নিয়ে ছবি তুললেন কয়েক জন। কেউ বাধা দেওয়ার না থাকায় সাহস পেলেন তাঁরা। আইএসএল ট্রফি চলে গোল তাঁদের দখলে। ট্রফি নিয়ে মাঠ ঘুরল উচ্ছ্বসিত মোহনবাগান জনতা। তাঁরাই ট্রফি পৌঁছে দিলেন ক্লাব তাঁবুতে।

সকাল থেকেই সেজেছিল মোহনবাগান তাঁবু। উপলক্ষ্য, আইএসএল ট্রফি দেখতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আসার কথা ছিল বেলা ১২টা নাগাদ। তার অনেক আগেই সেরে রাখা হয়েছিল সব ব্যবস্থা। মাঠের মধ্যে তৈরি করা হয় অস্থায়ী মঞ্চ। সদস্য গ্যালারি খুলে দেওয়া হয় সমর্থকদের জন্য। সকাল ১১টা থেকে আসতে শুরু করেন সমর্থকরা। কারও গায়ে ছিল প্রিয় ক্লাবের জার্সি। কেউ এনেছিলেন ক্লাবের উত্তরীয় বা পতাকা। সময় যত এগিয়েছে তত বেড়েছে ভিড়। ১২টার মধ্যে হাজার খানেক সবুজ–মেরুন সদস্য–সমর্থক চলে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বাজছিল মোহনবাগানের গান। আট থেকে আশির ভিড তাল মেলাল গানের সঙ্গে। আসলে সেই গানের সুরে বাধা হচ্ছিল উসবের ছন্দ। গ্যালারি থেকে মাঝে মাঝেই উঠছিল জয় মোহনবাগান, ভারতসেরা মোহনবাগান ধ্বনি।

ঠিক ১২টা ১০ মিনিটে ট্রফি নিয়ে মাঠে এলেন প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বস. কিয়ান নাসিরি. বিশাল কাইথরা। পিছনে কোচ জয়ান ফেরান্দো। তাঁদের দেখেই উচ্ছাসে ফেটে পড়লেন সমর্থকরা। কখনও প্রীতমের নাম ধরে, কখনও বিশালের নাম ধরে টানা চিকার করলেন সমর্থকরা। তাঁদের উৎসাহ, উন্মাদনা উপভোগ করছিলেন মঞ্চে বসা ফুটবলাররাও। বিশালরাও কেউ কেউ তাল মেলাচ্ছিলেন মোহনবাগানের গানের সঙ্গে।

আকাশ তখন মেঘলা। অনেকের মনে আশঙ্কা, বৃষ্টি অনুষ্ঠানের তাল কাটবে না তো? তেমন কিছু হয়নি। বরং সময় যত এগিয়েছে, রোদ তত চড়া হয়েছে। ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ এলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে দেখে আবার উচ্ছাসে ভাসলেন সমর্থকরা। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরও বেশ কয়েক বার গর্জন করল মোহনবাগান জনতা। ফটবলারদের নাম ডেকে সংবর্ধনা দেওয়ার সময় এবং মুখ্যমন্ত্রীর ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা সময় চিকার দ্বিগুণ হল। চিৎকার তিনগুণ হল ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের দেখে।

মুখ্যমন্ত্রী যখন ফুটবলারদের উত্তরীয় পরিয়ে হাতে স্মারক, ফুল, মিষ্টি তুলে দিচ্ছিলেন, সে সময় উপস্থিত হন ইস্টবেঙ্গলের দুই প্রতিনিধি। লাল–হলুদ গোলাপের স্তবক, মিষ্টি নিয়ে মোহনবাগানকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তাঁরা। সঞ্চালকের অনুরোধে তাঁরা মঞ্চে উঠতেই আওয়াজ উঠল যত বার ডার্বি, তত বার হারবি। অস্বস্তি এড়াতে তাঁরা দ্রুত মঞ্চ ছাড়তে চাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিলেন মোহন কর্তারা। সবুজ–মেরুন জনতার উচ্ছ্বাসের বাধ আরও এক বার ভাঙল। যখন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ। এটিকে মোহনবাগান আইএসএল ফাইনালে ওঠার পর মুখ্যমন্ত্রী মোহন সচিব দেবাশিস দত্তকে বলেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। আরও বলেছিলেন, আমাকে ট্রফি দেখিয়ে যাবে কিন্তু। দল ট্রফি নিয়ে শহরে ফেরার পর সেই মতো মুখ্যমন্ত্রীর সময় চেয়েছিলেন দেবাশিস। রবিবারই বিকাল ৫টায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি নিজেই সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ মোহনবাগান তাঁবুতে আসবেন ট্রফি দেখতে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা জানার পর মোহনবাগান কর্তারা দ্রুত সব ব্যবস্থা করেন। সীমিত সময়ের মধ্যে মোহন কর্তারা সব ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের চেষ্টাকে প্রাণবন্ত করে তুললেন সমর্থকরাই।

সূর্যকে আরও সুযোগ দিতে চান রোহিত

বিশাখাপত্তনম, ২০ মার্চ ঃ টি–টোয়েন্টিকে বোলারদের ছারখার করে দিয়েছে। তাঁর ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিংয়ের কোনও উত্তর খুঁজে পাননি বোলাররা। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে একেবারেই ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচেই প্রথম বলে আউট হয়ে গিয়েছেন। যদিও ভারতীয় অধিনায়ক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এখন অন্য কোনও খেলোয়াড় না থাকলে সূর্য দলে সুযোগ পাচ্ছেন। কোনও খেলোয়াড়ের প্রতিভা আছে বলে মনে করা হলে তাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচে স্থায়ীভাবে সুযোগ দেওয়া হবে। তারপরও যদি পারফরম্যান্স করতে না পারেন, তবে তাঁকে বাদ দেওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবে দল।

রবিবার বিশাখাপত্তনম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারার পর রোহিত বলেন, (শ্রেয়স) আইয়ার কবে ফিরবে (পিঠের চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন), সে বিষয়ে আমরা জানি না। ওই জায়গাটা ফাঁকা আছে। তাই ওকে (সূর্যকুমার) খেলাতে হবে আমাদের। সাদা বলে ও নিজের প্রতিভা মেলে ধরেছে। আমি আগেও একাধিকবার বলেছি যে যাদের প্রতিভা আছে, তাদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে।

এমনিতে টি–টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত খেললেও ৫০ ওভারের খেলায় নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি সূর্য। ২২ টি ম্যাচে মাত্র ৪৩৩ রান করেছেন। গড় ২৫.৪৭। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে প্রথম বলেই আউট হয়ে গিয়েছেন। তারপরই চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া শ্রেয়সের পরিবর্তে অনেকে সঞ্জু স্যামসনকে সুযোগ দেওয়ার দাবি তুলেছেন। যদিও রোহিত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সূর্যকে এখনও সুযোগ দেওয়া হবে।

রোহিত বলেন, আমরা জানি, ও জানে যে ৫০ ওভারের ক্রিকেটেও ওকে ভালো করতে হবে। ওর মাথায় এই বিষয়টা আছে। আমি যেটা বলেছি,



যাদের প্রতিভা আছে, তারা পর্যাপ্ত সংখ্যক ম্যাচে সুযোগ পাবে। যাতে ওদের মনে না হয় যে নির্দিষ্ট স্লটে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। হাঁ। ওই শেষ দুটি ম্যাচে আউট হয়ে গিয়েছে। তার আগের সিরিজেও (ভালো খেলতে পারেনি)। কিন্তু ওকে টানা ম্যাচে খেলার সুযোগ দিতে হবে। যেমন ধরুন, টানা সাতটি থেকে আটটি ম্যাচ বা ১০ টি ম্যাচে খেলার সুযোগ দিতে হবে। তবে ও আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ভারতীয় অধিনায়ক আরও বলেন, এই মুহূর্তে যখন কেউ চোটের জন্য খেলতে পারছে না বা কেউ থাকছে না, তখন তার জায়গায় ও (সূর্য) খেলছে। ম্যানেজমেন্ট হিসেবে আপনি কোনও খেলোয়াডকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচে দেখে বিবেচনা করতে হবে। তারপর রান না পেলে এবং স্বচ্ছন্দ মনে না হলে, তখন বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

আরসিবিকে তোপ গেইলের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ঃ প্রত্যেক বছর সেরা তারকাদের নিয়ে দল গড়ে তারা। কিন্তু ১৫ বছরে একবারও আইপিএল জয়ের স্বাদ পায়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। বিরাট কোহলি, এবি ডেভিলিয়ার্সের মতো তারকারা ভাল পারফর্ম করলেও কেন শেষ পর্যন্ত ট্রফি আসে না, অনেক ভেবেও সেই প্রশ্নের উত্তর পাননি আরসিবি ভক্তরা। এবার তাঁদের সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন স্বয়ং ক্রিস গেইল।

২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আরসিবির হয়ে খেলেছেন ক্যারিবিয় কিংবদন্তি। পাঁচটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তিন হাজারের বেশি রান করেছেন এই দলের হয়ে। আইপিএল কেরিয়ারে সম্ভবত সেরা সময় কাটিয়েছেন বিরাট কোহলির দলেই। কিন্তু আইপিএল ট্রফি জিততে পারেননি। একটি অনুষ্ঠানে এসে গেইলের সাফ স্বীকারোক্তি, আরসিবিতে যেরকম দলীয় সংস্কৃতি রয়েছে, তাতে ট্রফি জেতা খুব কঠিন।

কেমন ছিল আরসিবির পরিবেশ? ড্রেসিংরুমের আইপিএল সম্প্রচারকারী সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে গেইল বলেন. আসলে দলের তিনজন তারকাকে সবসময় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। আমি, এবি আর বিরাটকেই নিয়েই ব্যস্ত থাকত টিম ম্যানেজমেন্ট। তাতে আমার খুব একটা খারাপ লাগত না। দলের বাকি সদস্যদের অবস্থা নিয়েও মুখ খুলেছেন গেইল। ক্যারিবিয় কিংবদন্তির মতে, মানসিকভাবে দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের যোগই ছিল না। পরিস্থিতিতে একটা টুর্নামেন্ট জেতা খুবই কঠিন। গেইলের এহেন বিস্ফোরক মন্তব্যের পর সমর্থকদের প্রশ্ন, তাহলে কি দলীয় সংহতির অভাবেই বারবার ধাক্কা খাচ্ছে তাঁদের ট্রফি জয়ের স্বপ্ন?

লা লিগার দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে জাভির দল

এল ক্লাসিকোয় রিয়ালকে হারিয়ে দিল বার্সা

বার্সেলোনা, ২০ মার্চ ঃ রবিবার, ১৯ মার্চ লা লিগার এগিয়ে যায় রিয়াল। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। বিশ্ব ফুটবলের ভাষায় যে ম্যাচটি এল ক্লাসিকো নামেই বিখ্যাত। সেই ম্যাচে ২-১ গোলের জয় পেল বার্সেলোনা। কাতালান ক্লাবটির হয়ে গোল করলেন সার্জিও রবার্তো এবং ফ্রাঙ্ক কেসি। আর রিয়াল মাদ্রিদ যে গোলটি পেয়েছে, সেটি ছিল রোনাল্ড আরাজোর আত্মঘাতী গোল। শিরোপার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হত রিয়াল মাদ্রিদকে। জয় ছাড়া রিয়াল মাদ্রিদের সামনে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। আগে গোল পেয়ে এগিয়েও গিয়েছিল আনচেলত্তির ছেলেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না তারা। ঘুরে দাঁড়াল বার্সেলোনা, প্রথমে সমতা ফেরাল, পরে যোগ ব্যবধান বাড়িয়ে ২-১ গোলে জিতে নেয় এল ক্লাসিকো।

শুরুটা ভালো করেছিল বার্সেলোনা। ম্যাচের মাত্র ৯ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। বাঁ প্রান্ত থেকে ব্রাজিলের তারকা উইঙ্গার ভিনিসিউসের আক্রমণে কিছুটা এলেমেলো হয়ে যায় বার্সার রক্ষণভাগ। ভিনির শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে উল্টো ফাঁদে পড়ে যান জাভি হার্নান্দেজের শিষ্যরা। ভিনিসিউসের সেই শট রোনাল্ড আরাজোর মাথায় লেগে বল ঢুকে পড়ে নিজেদের জালেই। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় কার্লো আনচেলত্তির দল। প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে ব্যস্ত করে ফেলেন বার্সেলোনা খেলোয়াড়েরা। কোর্তোয়া অবশ্য ভালোই সামলে গেছেন। কিন্তু খেলার এই ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রথম গোলটা পেয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ১–০ ব্যবধানে

পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে ম্যাচে ফেরার। কিন্তু ৩২ মিনিটে আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টিনসেন ও ৩৪ মিনিটে রাফিনিয়ার দুটি ভালো চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন কোর্তোয়া। তবে বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্দেজকে হতাশা নিয়ে বিরতিতে যেতে হয়নি। এর আগেই ৪৫তম মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের ডি-বক্সে জটলার মধ্যে থেকে বার্সার একাধিক শট ফিরে আসার পর সার্জি রবার্তোর পায়ে যায় বল। এবার আর তাঁর শট ঠেকাতে পারেননি কোর্তোয়া। ম্যাচে ১–১ সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। বিরতির পরও খেলায় আধিপত্য ধরে রাখে বার্সা। তবে লেওয়ানডস্কি আর রাফিনিয়ারা সুযোগ নষ্ট করায় এগিয়ে যাওয়া হয়নি বার্সার। সুযোগ অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদও পেয়েছে। তবে ৭৯ মিনিটে করিম বেঞ্জেমার শট আটকে দিয়েছেন টের স্টেগেন। এর দুই মিনিট পরে তো মার্কো আসেনসিও বার্সার জালে বল পাঠিয়ে উদযাপনও করে ফেলেন সতীর্থদের নিয়ে। তবে ভিএআর অফসাইডের কারণে বাতিল করে দেওয়া হয় সেই গোল।

মাদ্রিদের খারাপ ভাগ্য বলতে হয়, কারণ এই সময়ে তাদের গোল তো বাতিল হয়েছিলই সঙ্গে গোল হজম করতে হয় তাদের। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে সার্জি রবার্তোর বদলি নেমেছিলেন ফ্রাঙ্ক কেসি। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনিই হয়ে গেলেন বার্সার নায়ক। রবার্ট লেওয়ানডস্কির দারুণ এক ব্যাকহিল থেকে বল পেয়ে অ্যালেক্স বালদে পাস বাড়ান কেসির দিকে। বল জালে পাঠাতে কোনও ভুল করেননি কেসি।

হার পিএসজির, ফরাসি লিগে সমস্যায় প্যারিসের ক্লাব



প্যারিস, ২০ মার্চঃ ক্লাবের জার্সি গায়ে নজর কাডতে আবার ব্যর্থ লিয়োনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপে। তার জেরে ঘরের মাঠে রেনের কাছে হারতে হল প্যারিস সঁ জরমঁকে। এই মরসুমে এই নিয়ে চার বার হারতে হল প্যারিসের ক্লাবকে। ঘরের মাঠে এই প্রথম হারতে হল মেসিদের। রেনের কাছেই দু'বার হেরেছেন মেসিরা। এই হারের ফলে লিগ শীর্ষে থাকা পিএসজির সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্সেইয়ের পয়েন্টের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ৭। এখনও ১০টি ম্যাচ বাকি রয়েছে লিগ ওয়ানের। তবে ক্লাবের এই পারফরম্যান্স চিন্তায় ফেলেছে পিএসজি সমর্থকদের। ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক খেলা উচিত ছিল মেসিদের। কিন্তু সে রকম সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। যে কয়েক বার মেসি গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিলেন প্রত্যেক বার রেনের গোলরক্ষক স্টিভ মান্ডান্ডা তা আটকে দিয়েছেন। এমবাপে অবশ্য এক বার গোলে বল জড়িয়েছিলেন। কিন্তু অফসাইডের জন্য সেই গোল বাতিল করেন রেফারি।

বিরতির ঠিক আগে দূরপাল্লার শটে রেনেকে এগিয়ে দেন টোকো একান্বি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার ৩ মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান কলিমুয়েন্দো। নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি পিএসজি। শেষ পর্যন্ত ০–২ হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

চোটে জর্জরিত পিএসজি শিবির। নেমার এখনও গোড়ালির চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেননি। চোটের কারণে খেলতে পারেননি আশরফ হাকিমি, কিমপেম্বে, মারকুইনোস, সের্খিয়ো র্যামোস, মুকিয়েলের মতো প্রথম একাদশের ফুটবলাররা।

দলের ওপর আস্থা াছল, তাই চ্যা

ফিরেও উৎসবে মাতেননি মোহনবাগান কোচ জয়ান ফেবান্দো। আইএসএল জয় নিয়ে রবিবার তিনি বলেন খুবই কঠিন ছিল কাজটা। ১-১, ১-২ হয়ে যাওয়ার পর আরও কঠিন আসলে চোট– আঘাতের সমস্যা তো এড়ানো যায় না। আর হঠা কারও চোট হয়ে কৌশল. পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয় এবং সেটা মাঠে কার্যকর করতেও হয়। তবে আমাদের ছেলেরা শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করেছে, জেতার চেষ্টা করেছে। এই টুফি খেলোয়াডদের জন্য। সবাই দলের ওপর আস্থা রেখেছে, প্রত্যেকে নিজের সেরাটা দিয়েছে। সে জন্যই ট্রফি জিততে পেরেছি আমরা।

ফাইনালে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই দলের চারটি গোলের তিনটিই আসে পেনাল্টি থেকে। ১৪ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়স পেট্রাটস। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকেই গোল শোধ করেন সুনীল ছেত্রী। ৭৮ মিনিটে কর্নারে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন প্রাক্তন সবজ-মেরুন তারকা রয় কৃষ্ণা। কিন্তু ৮৫ মিনিটের মাথায় ফের পেনাল্টি পায় এটিকে মোহনবাগান ও তা থেকে ফের সমতা আনেন পেট্রাটস। এর পরেও জয়সূচক পেয়েছিল তারা। কিন্তু কোনওটিই কাজে লাগাতে পারেনি। দলে বেশ পরিবর্তন ফেরান্দো, যেগুলো দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনেই এগুলো করতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের

স্প্যানিশ কোচ বলেন, আমরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে একটা নেমেছিলাম। কিন্ত খেলাব মাঝখানে দেখা গেল তিনজন ফুটবলারের শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। তাই খুব কম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হয় প্রীতমকে সেন্টার ব্যাকের জায়গা থেকে লেফট ব্যাকের জায়গায় যেতে হয়। আবার ওকে সেন্টার ব্যাকের জায়গায় ফিরে আসতে হয়। অনেক কঠিন এসেছে, গেছে। কিন্তু ছেলেরা ঠিক করেছিল লড়ে যাবে। সেটাই করেছে তারা। শুধু আজ নয়, সারা মরশুমেই ওরা লড়াই করেছে। অনেক কঠিন সময়ের মোকাবিলা করেছে। বেঙ্গালুরুর অ্যাওয়ে জামশেদপরের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচেই। কঠিন সময়ে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে ওরা। ফুটবলে যেটা খবই জরুরি। মোটিভেশন বজায়

ম্যাচের মাঝখানে সমস্যা চলে আসায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি হননি কোচ। মাথা ঠাণ্ডা রেখে

১–২–এ পিছিয়ে যাওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য ছিল ম্যাচটাকে অতিরিক্ত সময়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। পরিকল্পনা, সিস্টেম বদল করি। খেলোয়াড পরিবর্তন করি। সেই সময়েই দ্বিতীয় পেনাল্টিটা পাই। তার পরে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাই। এগুলো ফটবলের আমাদের প্রতিপক্ষের অভিজ্ঞ, খেলোয়াড়রা যথেষ্ট গুরপ্রীত, ছেত্রী, রোহিত। ওরা ডরান্ড কাপও জিতেছে। দ্বিতীয় লেগেও ওরা অসধারণ খেলেছে। পরপর ম্যাচ জিতেছে। আমরা বরং অনেক চাডাই–উতরাইয়ের মধ্যে এসেছি। তবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরিবর্তন করেছি অনেক। প্রক্রিয়ার খেলোয়াড়দের আস্থা থাকা খুবই জরুরি ছিল। ওরা সেটা রেখেছে।

যে বেশ কঠিন ছিল, তা জানিয়ে কোচ বলেন, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে নামলে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল সেকেন্ড বল নিয়ন্ত্রণ করা। বেঙ্গালুরুর সেকেন্ড নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা ও দক্ষতা যথেষ্ট। ওদের বিরুদ্ধে সেকেন্ড বল ছিনিয়ে নিতে না পারলে ওরা দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে উঠত আর আমাদের ডিফেন্ডারদের চাপে ফেলে দিত। তবে আমরা সেটা করেছি। বল পায়েও রাখতে পেরেছি। জায়গা তৈরি করতে

ওদের

পেরেছি।

পরিবর্ত

বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে খেতাবজয়



খেলোয়াডরাও প্রথম খেলোয়াডদের মতোই দক্ষ। তাই ওদের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা কঠিন। অনুশীলনের প্রচর হয়। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পর আমর তিনদিন অনুশীলন করতে পেরেছি। তবে শেষ পর্যন্ত যে সফল হয়েছি, এটাই দারুন

মরশুমের মাঝখানে দলের দুঃসময়ে তাঁকে অনেক সমালোচনা হয়েছে। তবে কোনও কিছুতেই চাপে পড়েননি বলে জানান এটিকে মোহনবাগান কোচ। তিনি বলেন, কোনও কিছুতে দশ্চিন্তায় পড়ে যাওয়া নয়। আমাদের দলের ভিতর কী হচ্ছে, ড্রেসিংরুমের অবস্থা কেমন, সেসব কেউই জানে না। খেলোয়াড়দের আবেগ, তাদের

সমস্যার কথা কেউই জানে না।

কারও বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। কারও দাদু মারা গিয়েছে। এই অবস্থায় মোটিভেশন ফিরিয়ে আনা খবই কঠিন। ওরাও তো মানুষ। ওরাও ক্লান্ত হয় মাঝে মাঝে। যারা সমালোচনা করেন, তাঁরা তো বাডিতে বসে টিভিতে খেলা দেখেন। দলের খবর তাদের কাছে তো পৌঁছয়ই না। তাই এ সব সমালোচনা আমাকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। আমার কাছে আমার খেলোয়াড়রাই সব। সবাই চায় সব মাাচে আমরা জিতি। কিন্তু এটা তো একটা প্রক্রিয়া। সব সময় সেটা

চাপ যে পেশাদার ফুটবলের অঙ্গ, তা খুব ভাল করেই জানেন ফেরান্দো। তাই এ সব নিয়ে বেশি ভাবেন না তিনি, খেলোয়াড়রা যদি উন্নতি না করে, ওরা যদি আমার নির্দেশ বুঝতে না পারে.

অন্যান্য ব্যাপারগুলো তো আমার হাতে নয়। বরাবরই বলে আসছি. যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার আছে, কৌশল, পরিকল্পনা, অনুশীলন, দলের ছেলেদের আবেগ এগুলো আমার চাপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী লিখল, তাতে আমার কিছ আসে যায় না। আমি ওগুলো দেখিনা। কিন্তু অনেকে আমাকে এসে বলে. কে কী মন্তব্য করেছে। আর আমি কাউকে কোনও জবাবও দিইনি। আমি আমার খেলোয়াডদের নিয়ে ভেবে শক্তিক্ষয় করতে রাজি আছি, বাইরের কারও কথা ভেবে না। আজকে যারা আমাকে আক্রমণ করছে, কাল তারা লিভারপুল, ক্লপ এদের আক্রমণ করবে, রাজনীতি নিয়েও মন্তব্য করবে। এসব আমি দেখি

এ বার লক্ষ্য সুপার কাপ জয়। তা হলে এএফসি কাপে অংশ নিতে পারবে তাঁর দল। এই প্রসঙ্গে ফেরান্দো বলেন, সুপার কাপেও জেতাই লক্ষ্য থাকবে। কারণ, এই কোথাও খেলতে গেলে লক্ষা থাকে, সাফল্য পাওয়া। আমারও তাই। সে জন্যই আমাকে আনা হয়েছে এই ক্লাবে। এর পরে আমরা যখন ড্রেসিং রুমে. মাঠে ফিরে যাব. তখন আমাদেব আলোচনার

হবে, সুপার

একটাই

আমাদের আরও উন্নতি করতে চ্যান্পিয়ন হওয়ার পরে কী

ভাবে এই সাফল্য উদযাপন করবেন, তাও ভেবে রাখেননি কোচ। শুধ বললেন, এর পরে কী করব জানি না। কলকাতায় ফিরব। কী সেলিব্রেশন হবে জানি না। এখন হোটেলে ফিরে স্নান করব। তার পরে ঘুমোতে চাই।

অধিনাযক প্রীতম বলেন, পুরোটাই আত্মবিশ্বাস। ১-২ হয়ে যাওয়ার পরেও নিজেদের ওপর বিশ্বাস ছিল যে, আমরা ম্যাচে ফিরতে পারব। দলের সবার সমান কৃতিত্ব রয়েছে এই সাফল্যে। অধিনায়ক হিসেবে এটিকে মোহনবাগানের হয়ে এটা প্রথম আইএসএল ট্রফি জয় আমার। সে জন্য আরও ভাল লাগছে। অভিনন্দন।

গোটা দলের এই সাফল্যে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স আলোচনা করার মেজাজে ছিলেন দলনেতা। শনিবার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একাধিকবার জায়গা বদল করে খেলতে হয় তাঁকে। এই নিয়ে প্রশ্ন করতে শুধু বললেন, নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে এখন ভাবছি না।

কোচ যদি সিস্টেম, পরিকল্পনা বদলে খেলার সিদ্ধান্ত নেন. আমাদের তা পালন করতেই হবে। ম্যাচের মধ্যে যখন কয়েকজনের যখন আমাকে বললেন লেফট ব্যাকের জায়গায় গিয়ে খেলতে. তখন আমি তাঁর নির্দেশ পালন করেছি। ১২০ মিনিট লডাই করার পর জেতাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। বেঙ্গালুরু খুবই ভাল দল। সেটা আজকের ম্যাচেই প্রমাণ করেছে ওরা। আমুৱা পরেও দাঁড়িয়েছে। ওদের দলে খুব ভাল ভাল ফুটবলার আছে। ওদের রক্ষণও খব শক্তিশালী। আমরা একসঙ্গে ওদের বিরুদ্ধে লডাই করেছি বলেই জিততে পেরেছি। তাই এই জয়টা সত্যিই অসাধারণ।

এটিকে মোহনবাগান তাদের অভিষেক মরশুমেই (২০২০– ২১) ফাইনালে উঠেছিল। কিন্ত সেবার তারা মুম্বই সিটি এফসি–র কাছে ১-২-এ হেরে চ্যান্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে। কিন্তু শনিবার দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় দেশের সেরা ফুটবল লিগের খেতাব জিতে নেয় তারা।

এই জয়ের পরেই দলের পক্ষ থেকে তাদের প্রধান কর্তা সঞ্জীব গোয়েন্ধা ঘোষণা করেন আগামী থেকে সবজ-মেরুন বাহিনী হিরো আইএসএলে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস নামে। রবিবার দপরে এটিকে মোহনবাগানের ফুটবলার, কোচেরা ্ট্রফি নিয়ে শহরে ফিরছেন। তার আব

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্থপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66